

তাহারা সন্তানদেরকে হেফজ অথবা নাজেরা পড়ানো হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয় আর গোনাহের বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপে, এইরূপ করা ক্ষয়রোগের চিকিৎসা প্রাণনাশক বিষ দ্বারা নয় তো আর কি! ‘মকতবের মিয়াজী খুব খারাপভাবে পড়াইতেন এইজন্য কুরআন শিক্ষা হইতে জোরপূর্বক সরাইয়াছি’ আপনার এই জবাব আল্লাহ পাকের মহান আদালতে কতটুকু ওজন রাখে নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন। বানিয়ার দোকান চালাইবার জন্য কিংবা ইংরেজের চাকরি করিবার জন্য ভগ্নাংশের অংক শিক্ষা করা গুরুত্ব রাখে অথচ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল কুরআন শিক্ষা।

(৪) মধুর সুরে তেলাওয়াত কর। যেমন পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) উহার অর্থের প্রতি চিন্তা কর। ইমাম গায্বালী (রহঃ) তাহার ইয়াহাউল উলুম কিতাবে তাওরাত হইতে নকল করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, হে বান্দা! তোমার কি আমাকে লজ্জা হয় না? রাস্তায় চলিতে চলিতে তোমার নিকট কোন বন্ধুর পত্র পৌঁছিলে তৎক্ষণাৎ তুমি থামিয়া যাও ; পথের পাশে বসিয়া গভীরভাবে পড়িতে থাক। এক একটি শব্দের উপর চিন্তা-ফিকির কর। আর আমার কিতাব তোমার নিকট পৌঁছে, উহাতে আমি সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বার বার উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে তুমি উহার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করিতে পার। অথচ তুমি উহাকে বেপরওয়াভাবে উড়াইয়া দাও। তবে কি আমি তোমার নিকট তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়া গেলাম? হে আমার বান্দা! তোমার কোন বন্ধু যখন তোমার সহিত বসিয়া কথা বলে, তখন তুমি আপাদমস্তক সেই দিকে মগ্ন হইয়া যাও। কান পাতিয়া শুন, গভীরভাবে চিন্তা কর। কথার মাঝখানে অন্য কেহ কথা বলিতে চাহিলে ইশারায় তাহাকে থামাইয়া দাও ; কথা বলিতে নিষেধ কর। আমি তোমার সহিত আমার কালামের মাধ্যমে কথা বলি অথচ তুমি একটুও ভ্রক্ষেপ কর না। তবে কি আমি তোমার বন্ধুর চেয়েও নিকৃষ্ট? কুরআনে চিন্তা-ফিকির সম্পর্কিত আলোচনা কিছুটা ভূমিকায় আর কিছুটা চনং হাদীসে করা হইয়াছে।

(৬) কুরআনের বদলা দুনিয়াতে চাইও না। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াত করিয়া কোন বিনিময় গ্রহণ করিও না। কেননা, আখেরাতে উহার জন্য অনেক বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দুনিয়াতে উহার বদলা গ্রহণ করা হইলে এমনি হইল যেমন কেহ টাকার পরিবর্তে কড়ির

উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ‘যখন আমার উম্মত দীনার ও দিরহামকে বড় জিনিস মনে করিতে লাগিবে তখন তাহাদের দিল হইতে দ্বীনের বড়ত্ব বাহির হইয়া যাইবে। আর যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ছাড়িয়া দিবে তখন ওহীর বরকত অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে।’ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই অবস্থা হইতে হেফাজত করুন।

واللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مجھے تورات کے بدلہ میں سبع طوّل ملی ہیں اور زبور کے بدلہ میں متین اور انجیل کے بدلہ میں مشافی اور مفصل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔

(۲۸) عَنْ وَائِلَةَ رَفَعَتْهُ أُعْطِيَتْ  
مَكَانَ التُّورَةِ السَّبعَ وَأُعْطِيَتْ مَكَانَ  
الرُّبُورِ اِثْنَيْنِ وَأُعْطِيَتْ مَكَانَ  
الْإِنْجِيلِ اِثْنَانِ وَفُضِّلَتْ بِالْمَقَرَّةِ  
(الاحمد والكبير كذا في جمع الفوائد،

(২৮) হযরত ওয়াসেলা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ছবুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে সাতটি তিওয়াল দেওয়া হইয়াছে, যবুর এর পরিবর্তে মিস্নন এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তে মাছানী দেওয়া হইয়াছে। আর মুফাসসাল আমাকে অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে। (জামউল-ফাওয়ায়িদ : আহমদ, কবীর)

কালামে পাকের প্রথম সাতটি সূরাকে তিওয়াল বলা হয়। উহার পরবর্তী এগারটি সূরাকে মিঙ্গিন বলা হয়। অতঃপর বিশটি সূরার নাম মাছানী। অতঃপর শেষ পর্যন্ত সূরাগুলির নাম মুফাসসাল। ইহাই প্রসিদ্ধ অভিমত। অবশ্য কোন কোন সূরা সম্পর্কে এরূপ মতভেদও রহিয়াছে যে, উহা কি তিওয়ালের অন্তর্ভুক্ত না মিঙ্গিনের অন্তর্ভুক্ত, এমনভাবে মাছানীর অন্তর্ভুক্ত না মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই মতভেদের দরুন হাদীসের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা দিবে না। হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, পূর্বের সমস্ত প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবের দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে আছে। তদুপরি মুফাসসাল সূরাগুলি অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে যাহার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নাই।

ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ میں ضحاکؑ مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی

٢٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ  
جَلَسْتُ فِي عَصَابِيَةِ مَنْ ضَعَفَاءِ  
الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ يَسْتَدِرُّ  
بَعْضٌ مِنَ الْعَرَبِيِّ وَفَارِحًا يُقَرَأُ

(رواه ابو داؤد)

২৯ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমি গরীব মুহাজেরদের জামাআতের সহিত বসিয়া ছিলাম। তাহাদের নিকট এই পরিমাণ কাপড়ও ছিল না যাহা দ্বারা পুরা শরীর ঢাকিতে পারেন। একজন আরেকজনের আড়াল গ্রহণ করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তশরীফ আনিলেন এবং একেবারে আমাদের নিকটে দাঁড়াইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে তেলাওয়াতকারী চুপ হইয়া গেলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম

সম্ভবতঃ এই কারণেই যেখানে কিয়ামতের কথা আসে সেখানে 'গাদান' শব্দ ব্যবহৃত হয় যাহার অর্থ আগামীকাল। কিন্তু এই হিসাব সাধারণ মুমিনদের জন্য নতুবা কাফেরদের জন্য বলা হইয়াছে যে, এমন



৩২) হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআনে পাক এমন সুপারিশকারী যাহার সুপারিশ কবুল করা হইয়াছে এবং এমন বিতর্ককারী যাহার বিতর্ক মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে সম্মুখে রাখে তাহাকে সে জান্নাতের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। আর যে উহাকে পিছনে ফেলে সে তাহাকে

বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসে যাহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছুসংখ্যক লোকের গুনাহের শাস্তি প্রদানের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে, উহাতে এক ব্যক্তির অবস্থা এমন দেখানো হইয়াছিল যে, তাহার মাথায় একটি পাথর এমন জোরে নিক্ষেপ করা হইতেছিল যে, তাহার মস্তক, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে তাঁহার কালাম শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু সে না-রাত্রী উহার তেলাওয়াত করিয়াছে আর না দিনে উহার উপর আমল করিয়াছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানী দ্বারা স্বীয় আজাব হইতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। প্রকৃতপক্ষে কালামে পাক এত বড় নেয়ামত যে, উহার প্রতি অবহেলার কারণে যে কোন কঠিন শাস্তিই দেওয়া হউক উহা যথার্থই হইবে।

عبداللہ بن عمرؓ حضور سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لئے شفاعت کرتے ہیں روزہ عرصہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے

(۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ  
يُشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ

رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ  
فِي النَّهَارِ فَتَقَوَّى فِيهِ وَيَقُولُ  
الْفَرَّانُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ  
فَتَقَوَّى فِيهِ فَتَشْفَعَانِ  
رواه احمد وابن ابى الدنيا والطبراني  
في الكبير والحاكم وقال صحيح على ما شرط مسلم

মুইনিতে রোকে রুকা মিরী শফاعت  
قبول کیجئے اور قرآن شریف کہتا ہے کہ  
یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے  
روکا میری شفاعت قبول کیجئے پس روزوں  
کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔

৩৩ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, রোযা এবং কুরআন উভয়েই বান্দার জন্য সুপারিশ করে। রোযা আরজ করে, হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলা খাওয়া ও পান করা হইতে বিরত রাখিয়াছি, আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন শরীফ বলে, হে আল্লাহ! আমি তাকে রাতে ঘুম হইতে বিরত রাখিয়াছি, আমার সুপারিশ কবুল করুন। সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হয়। (আহমদ, তাবারানী)

তারগীব নামক কিতাবে ‘খাওয়া ও পান করা’ শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। উপরে উহার তরজমা করা হইল। হাকেম নামক কিতাবে ‘পান করা’ শব্দের জায়গায় ‘শাহওয়াত’ শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমি রোযাদারকে দিনের বেলা নফসের খাহেশ হইতে বিরত রাখিয়াছি। উহাতে ইশারা হইল যে, রোযাদারকে নফসের খাহেশ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; এমনকি যদি উহা বৈধও হয়। যেমন স্ত্রীকে আদর ও আলিঙ্গন করা ইত্যাদি। কোন কোন রেওয়াযাতে আসিয়াছে যে, কালামে পাক যুবকের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিবে এবং বলিবে আমি ঐ ব্যক্তি, যে তোমাকে রাতে জাগ্রত রাখিয়াছে আর দিনে পিপাসিত রাখিয়াছে।

উপরোক্ত হাদীসে এই দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, কুরআন হেফজ করিলে রাতে উহাকে নফল নামাযে তেলাওয়াত করিতে হইবে। ২৭ নং হাদীসে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। স্বয়ং কালামে পাকেও বিভিন্ন আয়াতে রাতে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ نَافِلَةً لَّكَ

অর্থাৎ, ‘আর রাতে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন যাহা আপনাকে অতিরিক্ত দেওয়া হইল।’ (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯)

আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ لَهْ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلًا

অর্থাৎ, ‘রাতে আপনি নামায পড়ুন এবং রাতে অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ-তাহলীল পড়িতে থাকুন।’ (সূরা দাহর, আয়াত : ২৬) আরেক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

يَسْتَلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

অর্থাৎ, ‘রাতে তাহারা আল্লাহ তায়ালায় আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সেজদায় পড়িয়া থাকে।’ (সূরা আলি ইমরান, আয়াত : ১১৩) আরও এরশাদ হইয়াছে—

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

অর্থাৎ ‘যাহারা সেজদা ও দাঁড়ানো অবস্থায় আপন মাওলার সন্মুখে রাত্র কাটাইয়া দেয়।’ (সূরা ফোরকান, আয়াত : ৬৪)

যেমন, কোন কোন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের তেলাওয়াত করিতে করিতে সারারাত্র কাটিয়া যাইত। হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন সময় তিনি বেতেরের এক রাকাআতে সমস্ত কুরআন শরীফ খতম করিয়া ফেলিতেন। এমনভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ)ও এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়িয়া ফেলিতেন। হযরত সাদীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে দুই রাকাআতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করেন। হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) রাত্র-দিনে এক খতম কুরআন শরীফ পড়িতেন। এমনভাবে হযরত আবু হাররাহ (রহঃ)ও করিতেন। আবু শায়েখ হোনায়ী (রহঃ) বলেন, আমি এক রাতে পুরা কুরআন শরীফ দুইবার খতম করিয়া আরও দশ পারা পড়িয়াছি। যদি চাইতাম তবে তৃতীয় খতমও পুরা করিতে পারিতাম। সালেহ ইবনে কায়সান (রহঃ) যখন হজ্জে গমন করিয়াছিলেন তখন রাস্তায় প্রায় এক রাতে দুই বার কুরআন শরীফ খতম করিতেন।

মনসূর ইবনে যায়ান (রহঃ) চাশতের নামাযে এক খতম এবং জোহর হইতে আসর পর্যন্ত আরেক খতম করিতেন এবং সমস্ত রাত্র নফল নামাযে কাটাইয়া দিতেন। তিনি এত কাঁদিতেন যে, পাগড়ীর শামলা ভিজিয়া যাইত। অনুরূপভাবে অন্যান্য বুযুর্গানে দীনও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিতেন। মুহাম্মদ ইবনে নসর (রহঃ) তাহার ‘কিয়ামুল লাইল’ নামক কিতাবে বহু ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।



‘শরহে এহইয়া’ কিতাবে লিখিত আছে, কুরআন শরীফ খতম করার ব্যাপারে পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে দ্বীনের অভ্যাস বিভিন্ন রকম ছিল। কেহ কেহ রোজানা এক খতম করিতেন, যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযানের বাহিরে প্রতিদিন এক খতম করিতেন এবং কেহ কেহ প্রতিদিন দুই খতম করিতেন, যেমন স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযানে প্রতিদিন দুই খতম পড়িতেন। হযরত আসওয়াদ (রহঃ), হযরত সালেহ ইবনে কায়সান (রহঃ) এবং হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) প্রমুখ বুয়ুর্গেরও এইরূপ আমল ছিল। কাহারও কাহারও রোজানা তিন খতম পড়ার অভ্যাস ছিল। যেমন হযরত সুলাইম ইবনে উতার যিনি প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং হযরত ওমর (রাযিঃ) এর যামানায় মিসর বিজয়েও শরীক ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) তাহাকে কোসাসের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাতে তিন খতম কুরআন শরীফ পড়িতেন।

ইমাম নবভী (রহঃ) ‘কিতাবুল আযকারে’ নকল করিয়াছেন যে, তেলাওয়াত সম্পর্কে সর্বাধিক সংখ্যা খতমের যে বর্ণনা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা হইল ইবনুল কাতেব (রহঃ) রাত্র-দিন মিলাইয়া দৈনিক আটবার কুরআন খতম করিতেন। ইবনে কুদামা (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, খতমের কোন নিদিষ্ট সীমা নাই। উহা তেলাওয়াতকারীর মানসিক অবস্থা ও স্মৃতির উপর নির্ভর করে।

ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) রমযান শরীফে একষটি খতম করিতেন। এক খতম দিনে এবং এক খতম রাতে। আর এক খতম পুরা রমযান মাসে তারাবীর নামাযে। কিন্তু ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতমকারী উহার অর্থের মধ্যে চিন্তা-ফিকির করিতে পারে না। এই জন্যই ইবনে হাযম (রহঃ) ও অন্যান্যরা তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করাকে হারাম বলিয়াছেন।

বান্দার (অর্থাৎ লেখকের) মতে এই হাদীস শরীফ অধিকাংশ লোকের প্রতি খেয়াল করিয়া বলা হইয়াছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের এক জামাআত হইতে উহার চেয়ে কম সময়ে খতম করারও প্রমাণ রহিয়াছে। এমনভাবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বেশী সময়েরও কোন সীমা নাই। সহজভাবে যত দিনে খতম করা যায় ততদিনে করিবে। তবে কোন কোন আলেমের মতে এক খতম কুরআন শরীফ পড়িতে চল্লিশ

দিনের বেশী সময় নেওয়া উচিত নয়। ইহার সারকথা হইল, প্রতিদিন অন্তত তিন পোয়া পারা পড়া জরুরী। যদি কোন কারণ বশতঃ এক দিন পড়িতে না পারা যায় তবে পরদিন উহার কাজা করিয়া নিবে। মোট কথা, চল্লিশ দিনের ভিতরেই যেন একবার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম হইয়া যায়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে যদিও ইহা জরুরী নয় কিন্তু কোন কোন আলেম যেহেতু এই মত পোষণ করেন কাজেই সাবধানতার জন্য ইহার চেয়ে যেন কম না হয়। কোন কোন হাদীস দ্বারা এই মতের সমর্থনও পাওয়া যায়। ‘মাজমা’ কিতাবের গ্রন্থকার একটি হাদীস নকল করিয়াছেন—

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ عَزَبَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চল্লিশ রাতে কুরআন শরীফ খতম করিল সে অনেক দেরী করিয়া ফেলিল।

কোন কোন আলেমের ফতওয়া হইল প্রতি মাসে এক খতম করা উচিত এবং উত্তম হইল সাত দিনে একবার কুরআন শরীফ খতম করা। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস সাধারণতঃ এইরূপ বর্ণনা করা হয়। জুমুআর দিন শুরু করিবে এবং সাতদিনে প্রতিদিন এক মঞ্জিল করিয়া পড়িয়া বৃহস্পতিবারে খতম করিবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর উক্তি পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, বৎসরে দুই খতম করা কুরআন শরীফের হক। সুতরাং কোন ভাবেই ইহার কম না হওয়া চাই।

এক হাদীসে আসিয়াছে, কুরআন শরীফের খতম যদি দিনের শুরুতে হয় তবে সমস্ত দিন আর যদি রাত্রে শুরুতে খতম হয় তবে সারা রাত্র ফেরেশতারা তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকে। ইহার দ্বারা কোন কোন মাশায়েখ এই তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন যে, গরমের মৌসুমে দিনের প্রথম ভাগে এবং শীতের মৌসুমে রাত্রে প্রথম ভাগে খতম করিবে। ইহাতে অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়া যাইবে।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَيْمٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةٍ عِنْدَ اللَّهِ يُنَمُّ الْقِيَامَةُ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَنْجُو وَلَا مَلَكٌ وَلَا عَبْدٌ

سَعِيدُ بْنُ سَلِيمٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَرْشَادِ لَيْلٍ كَرْتِ فِي كِتَابِ الْقِيَامَةِ كَيْلَ دَلَّ الشَّيْءُ كَيْلَ كَلَامِ بَابٍ سَعِيدُ بْنُ كَوْنِي سَفَارِشَ كَرْنِي وَاللَّهِ هُوَ كَوْنِي نَبِيٌّ زَفَرِ شَيْءٍ وَغَيْرُهُ

(قال العراقي رواه عبد الملك بن حبيب كذا في شرح الاحياء)

③۸ ہयरत سايىد ءىبنة سولاءىم (رهঃ) هءىتة برىث، هءىر سالللاهل آلالههى وياساللام اءرشاء كرللالهءن، كلالامتةر دىن آلاللاهر دءرءارة كورآننةر آةىة بء آار كونة سولرلشكارى هءىبة ناا نا كونة نبل؛ نا كونة فةرءشءا آار نا انى كهه (شرهل-اهءىا)

كورآن پاكەر سولارلشكارى هوىا اءء اءمن ٱرءاىةر سولارلشكارى هوىا يالهار سولارلش ارهناوفاا هءىبة—اهى بىصا آارو بل رهوىالااءءءااءءا آانا اىلالا آىالاءا آاٱن رلهمءة آامار آناى اءء ءوماءةر آناى كورآن شرىفكه سولارلشكارى باناىا دىن ااماءةر ٱرءىٱكف و ااماءةر برىكفك اءبىوااكارى نا بانان ا

‘لاآالى ماسنأا’ نامك كىءاكة ‘باىياره’ر برنا هءىتة نكل كرللالهءن اءء اهى هاءىسكه موءىءو با آال بللىا آاآىالااء و كورن ناىا آار ءاها اهى به، ‘مانول يآن مءىءورن كرر ءآن ءاها رلرلارەر لوكورا كافن-ءافنر كاآء مشول هءىا يال ا اءءابصاا ءاها رلرلر اءءء سونءر و سونءر اءك باآلى آاسىا هالآر هىا كافن ررار رر سهى لوكاآى كافن اءء ءاها رلرلر مابىاا آاكه اءافن كررار رر لوكورا يآن فىرىا آاسه اءء مونكار ناكىر ءوى فةرءشءا آاسىا كبره ءىٱشء هى ءآن ءاها رلرلر موءاكه نلآرنة ٱرل كررار آناى ا لوكاآىكه آلالاا كرلءة آال كىل سهى لوكاآى بللءة آاكه انى آمار سالى، آمار بلكو اامى كونة اءبصااءهى ءاهاكه اءاكى آاآىا يالءة ٱارى ناا ءومارا يءى ءاهاكه ٱرل كرلرلر آناى آاءلء هءىا آاك ءبه ءومارا نلآءةر كاآ كرللالا ياو اامى ءءكف ءاها رلرلر نلء هءىتة يالءة ٱارىب نا يءكف نا ءاهاكه آاللاءة ٱربش كرلرلر اءءءر سه ءاها رلرلر سالىر ٱرءى لكفى كرللالا بله، اامى ا كورآن يالهاكه ءومى كآن و بء آاووالا آاوار كآن و آاسء آاسء ٱءلءة ءومى نلشءل آاك مونكار ناكىرەر ٱرلرلر رر ءومار آار كونة آلءا ناى اءءءر يآن ءاها رلرلر ٱرلرلرل هءىتة اءبسر هءىا يال، ءآن اهى باآلى ءاها رلرلر آناى بهشء هءىتة بلآاناٱءرلر باىبصا كررل يال رلشمرل ءىرى هءىبة اءء مىشكهءر ءارا سولانولء هءىبةا آالللاه ءالالا سىل انولررر ااماكه و اءء ءوماءةركه و ءاها نسىب كررل اىا آوبى فىلءءٱرلرلر هاءىس اءىالااء هوىار بىه سلكلٱلءاكة ٱلش كرللالام ا

عءءالله بن عمر ءونى ءصوراءءس صلى الله علىه وسلم كا ارشاء ول نقل كىا هى كه شىء فى نى كلام الله شرف ٱرءاا نى علوم نبوءء كو اٱنى ٱسلىلر كه ءمىان لىا كو اس كى طرف وى نلش بلآى باقى ءاىل قرآن كه لىء مناسب نلش كه رءءه والول كه ساءءءءه كرلرلر باءالول كه ساءءه باءل كرلرلر آاللكه اس كه ٱلء مىل الله كا كلام هى

③۹ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدْ اسْتَدْرَجَ الشَّيْطَانَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّكَ لَا يُؤْمِحُّ إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِي بِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَبْجَهَ مَعَ مَنْ وَجَدَ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهَلَ وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللَّهِ (رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد)

③۷ هयरت آابءللاه ءىبنة ومار (راىىঃ) هءىتة برىث، هءىر سالللاهل آلالههى وياساللام اءرشاء كرللالهءن، به باآلى كورآن شرىف ٱءلل، سه اءلمه نبلوولءءكه آاٱن ءوى ٱاآررلر مابآانه ءارن كرلل؛ يءى و ءاها رلرلر نلء وهى ٱاآان هى ناا كورآننلر باهكهءر آناى اىا ءلءل نلر به، كونة باآلى ءاها رلرلر سالىء اواسا كرلله سه و ءاها رلرلر اواسا كرلله اءبا موءءلرلر سالىء موءءا كرلله كةننا، ءاها رلرلرلر آاللاهر كالام رللالا آه (هاكلم)

بههءو نبل كرلىم سالللاهل آلالههى وياساللاملر رر وهىر سللسلا شلش هءىا اىلالا آه، اهىآناى اآن آار وهى آاسا سبب نلر كىل كورآن بههءو آالللاه ءالالار ٱاك كالام ءال ءا اءلمه نبلوولء هوىار باىااا سهءلرلر اءكاش ناى اءءاى كونة باآلىكه يآن اءلمه نبلوولء ءان كرلر هى، ءآن ءبم آاآلاك و آرلءر ارآن كرلر اءء آرلءر هءىتة باآىا آاك ءاها رلرلر اءكاءلر آررىا هयरء فىالل ءىبنة اىال (رهঃ) بللن، هالفكء كورآن اسلالمرلر باوا بلنكارىا كاآءل ءاها رلرلر كىلءوءلر سءء نلر به، سه آللاآلالا مءل لوكءلر سالىء مىشىا ياللر با ااافل لوكءلر سالىء شرىك هءىبة با بكار لوكءلر انبءبءلرلرلر

ابن عمر ءصوراءءس صلى الله علىه وسلم كا ارشاء ول نقل كىا هى كه شىء فى نى كلام الله شرف ٱرءاا نى علوم نبوءء كو اٱنى ٱسلىلر كه ءمىان لىا كو اس كى طرف وى نلش بلآى باقى ءاىل قرآن كه لىء مناسب نلش كه رءءه والول كه ساءءءءه كرلرلر باءالول كه ساءءه باءل كرلرلر آاللكه اس كه ٱلء مىل الله كا كلام هى

③۹ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ

لَا يَخُوفُهُمْ هَزَعُ الْأَكْبَرِ  
لَا يَأْتِيَهُمُ الْحِسَابُ مَعَهُ عَلَى  
كُتَيْبٍ مِّنْ مِّنْكَ حَتَّىٰ يَفْرَعُ  
مَنْ حِسَابَ الْخَلَائِقِ رَجُلٌ قَرَأَ  
الْقُرْآنَ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ وَآمَرَ  
بِهِ قَوْمًا وَمَعَهُ رَاضُونَ وَدَاعٍ  
يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ ابْتِغَاءً وَجْهَ  
اللَّهِ وَرَجُلٌ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ  
بَيْنَ رَبِّهِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ  
مَوَالِيهِ.

ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ  
ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑیگا  
اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے  
فارغ ہو۔ وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح  
کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ  
کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امت  
کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی  
ہے دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے  
لئے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے تیسرا  
وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ  
رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔

(رواہ الطبرانی فی المعجم الثلاثہ)

৩৬) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন হইবে যাহারা কিয়ামতের ভয়ংকর বিপদেও ভীত হইবে না। তাহাদের হিসাব নিকাশও দিতে হইবে না। সমস্ত মখলুক যখন তাহাদের নিজ নিজ হিসাব-কিতাবে ব্যস্ত থাকিবে তখন তাহারা মেশকের টিলার উপর আনন্দ করিবে।

(প্রথমতঃ) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শরীফ পড়িয়াছে এবং এমনভাবে ইমামতি করিয়াছে যে, মুক্তাদিগণ তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিল।

(দ্বিতীয়তঃ) ঐ ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে নামাযের দিকে ডাকে।

(তৃতীয়তঃ) ঐ ব্যক্তি যে নিজের মনিব এবং অধীনস্থ লোক উভয়ের সহিত সদ্যবহার করে। (তাবারানী)

কিয়ামতের দিনের কঠিন অবস্থা, ভয়াবহতা ও মুসীবত এমন নয় যে, কোন মুসলমানের অন্তর উহা হইতে খালি বা বে-খবর থাকিতে পারে। সেই দিন যদি কোন কারণে নিশ্চিন্ততা নসীব হইয়া যায় তবে উহা লক্ষ লক্ষ নেয়ামত হইতেও উত্তম এবং কোটি কোটি শান্তির চেয়েও বড় গণীমত হইবে। আর উহার সহিত যদি আনন্দ উপভোগেরও ব্যবস্থা নসীব হইয়া যায় তবে যে ব্যক্তি উহা পাইবে সে তো বহুত বড় খোশনসীব ও সৌভাগ্যশীল। আর চরম বরবাদী ও ধ্বংস ঐ সকল নির্বোধদের জন্য

যাহারা কুরআনের তালীমকে অনর্থক ও বেকার এবং সময়ের অপচয় মনে করে। ‘মুজামে কবীর’ কিতাবে এই হাদীসের শুরুতে রেওয়ায়াতকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি যদি এই হাদীস হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একবার দুইবার তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনিতাম তবে ইহা বর্ণনা করিতাম না।

عَنْ ابْنِ دُرَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا  
دُرٍّ لَأَنْ تَقْدُو فَتَعْلَمَ آيَةً مِّنْ  
كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ  
تُصَلِّيَ مِائَتَ رُكْعَةٍ وَلَا أَنْ  
تَقْدُو فَتَعْلَمَ بِأَبَا مِّنَ الْعِلْمِ  
عَمِلَ بِهِ أَوْ لَوْ يُعْمَلُ بِهِ خَيْرٌ مِّنْ  
أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رُكْعَةٍ

আবুদুর কহে ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ  
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر اگر تو صبح  
کو جاکر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ  
لے تو تو افضل کی ستار رکعات سے افضل  
ہے اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے  
خواہ اس وقت وہ معمول پہ ہو یا نہ ہو  
تو ہزار رکعات نفل پڑھنے سے بہتر

(رواہ ابن ماجہ باسناد حسن)

৩৭) হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, হে আবু যর! তুমি যদি সকাল বেলায় গিয়া কালামুল্লাহ শরীফের একটি আয়াত শিক্ষা কর তবে উহা একশত রাকাআত নফল নামায হইতে উত্তম। আর যদি এলেমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, চাই উহার উপর আমল করা হউক বা না হউক তবে উহা হাজার রাকাআত নফল নামায হইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ)

এই বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, এলেম শিক্ষা করা এবাদত হইতে উত্তম। এলেমের ফযীলত সম্পর্কে যে পরিমাণ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে উহার সবগুলি বর্ণনা করা বিশেষতঃ এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় অসম্ভব। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমনি যেমন আমার ফযীলত তোমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তির উপর। অন্য এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, শয়তানের নিকট একজন আলেম হাজার আবেদের চেয়ে কঠিন।



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَكُتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

অবু হুরইরাহ্‌র নৈ খুসুরাকরুম সালীল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈ নকল কুরআন দস আয়তুল কী ত্লাওত কসী রাত মিন কুরে ওহাস রাত মিন গাফলিন সৈ শমার নহিন হুগা

৩৮ হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন রাতে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে ঐ রাতে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না।

(হাকিম)

দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। যাহা দ্বারা সারারাত্রির গাফলত হইতে মুক্ত থাকা যায়। ইহার চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হইবে!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَكُتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

অবু হুরইরাহ্‌র নৈ খুসুরাকরুম সালীল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈ নকল কুরআন দস আয়তুল কী ত্লাওত কসী রাত মিন কুরে ওহাস রাত মিন গাফলিন সৈ শমার নহিন হুগা

৩৯ হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াস্ত ফরজ নামায নিয়মিত আদায় করিবে, সে গাফেলদের মধ্যে গণ্য হইবে না। আর যে ব্যক্তি কোন রাতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে সে ঐ রাতে কানেতীন (অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারী)দের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ইবনে খুযাইমাহ, হাকিম)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা একশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে কালামুল্লাহ শরীফের অভিযোগ হইতে বাঁচিয়া

যাইবে। আর যে ব্যক্তি দুইশত আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে রাতভর এবাদত করার সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি পাঁচশত হইতে একহাজার আয়াত তেলাওয়াত করিবে, সে এক কিনতার সওয়াব লাভ করিবে। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, কিনতার কি? হযূর এরশাদ করিলেন, কিনতার হইল বার হাজার (দেহরহাম বা দিনার) সমতুল্য।

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَكُتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

অবু উবাইদ সৈ নকল কুরআন দস আয়তুল কী ত্লাওত কসী রাত মিন কুরে ওহাস রাত মিন গাফলিন সৈ শমার নহিন হুগা

৪০ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলেন যে, বহু ফেৎনা প্রকাশ পাইবে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় কি? তিনি বলিলেন, কুরআন শরীফ। (রহমতে মুহাদতঃ রাযীন)

আল্লাহর কিতাবের উপর আমল ও যাবতীয় ফেৎনা হইতে বাঁচিবার উপায়, এমনিভাবে উহার তেলাওয়াতের বরকতও ফেৎনা হইতে মুক্তির উপায়। ২২নং হাদীসে বলা হইয়াছে, যে ঘরে কালামে পাকের তেলাওয়াত করা হয় ঐ ঘরে ছাকীনা ও রহমত নাযিল হয় এবং সেই ঘর হইতে শয়তান বাহির হইয়া যায়।

ওলামায়ে কেরাম ফেৎনার অর্থ দাঙ্গালার আবির্ভাব ও তাতারীদেব ফেৎনা ইত্যাদি বলিয়াছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) হইতেও একটি দীর্ঘ রেওয়াযাতে উপরোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইয়াহয়া (আঃ) বনী ইসরাঈলদেরকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তাঁহার কালাম পড়ার হুকুম করিতেছেন এবং উহার দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ যেন কোন কওম নিজেদের কিল্লায় হেফাজতে রহিয়াছে। আর দুশমন উহার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু দুশমন যে দিক হইতেই হামলা করিতে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে আল্লাহর কালাম তাহাদের হেফাজতকারী হিসাবে রহিয়াছে এবং উহা সেই দুশমনকে প্রতিহত করিয়া দিবে।

## পরিশিষ্ট

এখানে চল্লিশ হাদীসের সহিত সংগতিপূর্ণ অতিরিক্ত আরও কতিপয় রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হইল।

① عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاتَحَةِ الْكَأَبِ بِشَمَاءَ مِّنْ كُلِّ دَاةٍ - (رواه الدارقطني في

شعب الإيمان)

① হযরত আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, সূরা ফাতেহার মধ্যে যাবতীয় রোগের শেফা (অর্থাৎ আরোগ্য) রহিয়াছে।

(দারিমী, বায়হাকী : শুআব)

পরিশিষ্টের মধ্যে এমন কিছু সূরার ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি পড়িতে খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ফাযায়েল অনেক বেশী। ইহা ছাড়া দুয়েকটি এমন খাছ বিষয় রহিয়াছে যেগুলির উপর সতর্কতা অবলম্বন করা কুরআন পাঠকারীর জন্য জরুরী।

বহু রেওয়ায়াতে সূরা ফাতেহার ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আসিয়াছে, এক সাহাবী নামায পড়িতেছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে রত থাকার কারণে জওয়াব দিতে পারেন নাই। যখন নামায হইতে অবসর হইয়া হাজির হইলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন? সাহাবী নামাযের ওজর পেশ করিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি কুরআন শরীফের আয়াতে পড় নাই—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসুলের ডাকে সাড়া দিবে, যখনই তাঁহারা তোমাদিগকে ডাকিবেন। (সূরা আনফাল, আঃ ২৪)

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাকে কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা অর্থাৎ সর্বোত্তম সূরাটি বলিয়া দিব? তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিলেন, উহা হইল আলহামদু সূরার সাতটি আয়াত। ইহা ‘ছাবয়ে মাছানী’ ও ‘কুরআনে আযীম’। কোন কোন সূফীয়ায়ে কেলাম হইতে বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবসমূহে যাহা কিছু ছিল তাহা সম্পূর্ণ কালামে পাকে আসিয়া গিয়াছে। আর কালামে পাকে যাহা কিছু আছে উহা সম্পূর্ণ সূরা ফাতেহায় আসিয়া গিয়াছে। আর যাহা কিছু সূরা ফাতেহায় আছে উহা বিসমিল্লাহর মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। আর বিসমিল্লাহর মধ্যে যাহা আছে উহা বিসমিল্লাহর ‘বা’ অক্ষরের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এখানে বা হরফটি মিলানোর অর্থে আসিয়াছে। আর সব কিছুর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বান্দাহকে আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলাইয়া দেওয়া। কেহ কেহ আরেকটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, ‘বা’ হরফের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা তাহার নুকতার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ। কারণ পরিভাষায় নুকতা এমন বিন্দুকে বলা হয় যাহা ভাগ করা যায় না।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ— কোন কোন মাশায়েখ হইতে বর্ণিত আছে—

এই আয়াতে যাবতীয় দীনি ও দুনিয়াবী মাকসাদ আসিয়া গিয়াছে। অপর এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই জাতের কসম যাহার কব্জায় আমার জান, সূরা ফাতেহার মত এইরূপ সূরা আর নাযিল হয় নাই। না তাওরাতে, না ইঞ্জিলে, না যবুরে, না অবশিষ্ট কুরআন শরীফে।

মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন, যদি কেহ সূরা ফাতেহা ঈমান ও একীনের সহিত পাঠ করে, তবে সকল রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়। চাই দীনী হউক বা দুনিয়াবী হউক, জাহেরী হউক বা বাতেনী হউক। উহা লিখিয়া লটকানো এবং চাটিয়া খাওয়াও রোগ-ব্যাধির জন্য উপকারী।

সিহাহ সিহাহ কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কেলাম সাপ-বিছুর দংশন করা লোকের উপর, মৃগী রোগী ও পাগলের উপর সূরা ফাতেহা পাঠ করিয়া দম করিয়াছেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে জায়েযও রাখিয়াছেন।

এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাযিঃ)এর উপর এই সূরা দম করিয়াছেন এবং এই সূরা পড়িয়া মুখের লালা ব্যথার স্থানে লাগাইয়াছেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি ঘুমাইবার ইচ্ছায় শয়ন করে এবং সূরা ফাতেহা ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি পড়িয়া নিজের উপর দম করে তবে মৃত্যু ব্যতীত সকল বালা-মুসীবত হইতে সে নিরাপদ

থাকিবে। এক রেওয়াযাতে আসিয়াছে, সওয়াবের দিক হইতে সূরা ফাতেহা সমগ্র কুরআন শরীফের দুই-তৃতীয়াংশের সমান। এক রেওয়াযাতে বর্ণিত হইয়াছে, আরশের খাছ খাযানা হইতে আমাকে চারটি জিনিস দেওয়া হইয়াছে, অন্য আর কাহাকেও এই খাযানা হইতে কোন কিছু দেওয়া হয় নাই। এক, সূরা ফাতেহা। দুই, আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। তিন, সূরা কাউসার।

অন্য এক রেওয়াযাতে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করিল সে যেন তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও কুরআন শরীফ পাঠ করিল। এক রেওয়াযাতে আসিয়াছে, শয়তানকে চারবার নিজের উপর বিলাপ ও কান্নাকাটি করিতে ও মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এক, যখন তাহার উপর লানত করা হয়। দুই, যখন তাহাকে আসমান হইতে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়। তিন, যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত লাভ করেন। চার, যখন সূরা ফাতেহা নাযিল হয়।

ইমাম শাবী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া কলিজা ব্যথার অভিযোগ করিল। শাবী (রহঃ) বলিলেন, 'আসাসুল কুরআন' পড়িয়া ব্যথার জায়গায় দম কর। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল 'আসাসুল কুরআন' কি? শাবী (রহঃ) বলিলেন, সূরা ফাতেহা।

মাশায়েখগণের পরীক্ষিত আমলে লিখিত আছে যে, সূরা ফাতেহা ইস্মে আযম। যে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য উহা পড়া উচিত। উহা আমল করার দুইটি তরীকা আছে। (১) ফজরের সুন্নত ও ফরজ নামাযের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর মীম হরফটি আলহামদুলিল্লাহ এর লামের সহিত মিলাইয়া ৪১ বার করিয়া চল্লিশ দিন পড়িবে। যে উদ্দেশ্য নিয়া পড়িবে, ইনশাআল্লাহ উহা হাসিল হইবে। যদি কোন রোগী বা যাদুগ্রস্ত লোকের জন্য পড়ার জরুরত হয় তবে পানিতে দম করিয়া তাহাকে পান করাইবে। (২) চাঁদের প্রথম রবিবার ফজরের সুন্নত ও ফরযের মাঝখানে আগের মত মীম না মিলাইয়া ৭০ বার পড়িবে অতঃপর প্রত্যেক দিন একই সময়ে ১০ বার করিয়া কমাইয়া পড়িতে থাকিবে। এইভাবে এক সপ্তাহে পড়া শেষ হইয়া যাইবে। যদি প্রথম মাসে মকসূদ হাসিল হইয়া যায় তবে তো উত্তম। নতুবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসেও এইরূপ আমল করিবে। এমনিভাবে যে কোন পুরানা রোগের জন্য চীনা বর্তনে চল্লিশ দিন এই সূরা গোলাপ, জাফরান ও মেশকের দ্বারা লিখিয়া বর্তন

ধুইয়া পান করানোর আমলও বিশেষভাবে পরীক্ষিত। ইহা ছাড়া দাঁত, মাথা ও পেট ব্যথায় ৭ বার পড়িয়া দম করার আমলও পরীক্ষিত। এই আমলগুলি 'মাজাহেরে হক' নামক কিতাব হইতে সংক্ষিপ্তভাবে নকল করা হইয়াছে।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এরশাদ করিলেন—আজ আসমানের একটি দরজা খোলা হইয়াছে। যাহা আজকের পূর্বে আর কখনও খোলা হয় নাই। অতঃপর এই দরজা দিয়া একজন ফেরেশতা নাযিল হইলেন। তিনি এমন এক ফেরেশতা যিনি আজকের পূর্বে আর কখনও নাযিল হন নাই। অতঃপর এই ফেরেশতা আমাকে বলিলেন, আপনি দুইটি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন যাহা আপনার পূর্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। একটি সূরা ফাতেহা আরেকটি সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ অর্থাৎ শেষ রুকু। এইগুলিকে নূর এই জন্য বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর আগে আগে চলিবে।

عطاء بن أبي رباحٍ كُتِبَ بِهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ  
أَكْرَمَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَيِّ ارشاد پہنچا ہے  
کہ جو شخص سورۃ التین کو شروع دن میں  
پڑھے اس کی تمام دن کی عوارج پوری  
ہو جاتیں۔  
(۲) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ  
بَلَّغُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ كَيْسَ فِي مَسْدَرِ  
النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ  
(رواه الدارمی)

(২) হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ পৌছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে তাহার সমস্ত দিনের জরুরত পূরা হইয়া যাইবে। (দারিমী)

হাদীস শরীফে সূরা ইয়াসীনের বহু ফাযায়েল বর্ণিত হইয়াছে। এক রেওয়াযাতে আসিয়াছে, প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি দিল থাকে, কুরআন শরীফের দিল হইল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য দশবার কুরআন খতমের সওয়াব লিখেন।

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সূরা তাহা ও সূরা ইয়াসীনকে আসমান-জমিন পয়দা করার হাজার বছর পূর্বে পড়িয়াছেন। ফেরেশতাগণ



আলাইہی ۱۱۱سآللآم ۱۱رشآد کر۱یآھن، کورآن شریفەر مध्ये त्रिश आयात विशिष्ट ॱकटि सूरآ ॱमन आछे ये, उहा ताहार पाठकारीर जन्य सुपारिश करिते थकिवे, यतक्ष्ण ना ताहाके क्षमा करा हईवे। उहा हईल सूरआ तावाराकाल्लायी। (आवु दाउद, नासायी, इबने माज्हा, हाकिम, आहमद)

ॱक रेॱयायाते सूरआ तावाराकाल्लायी सम्पर्केॱ ह्यूर साल्लाहा आलाइहि ॱयासाल्लामेर ॱरशआद वर्णित हईयाछे ये, आमार मन चाय ॱई सूरआ प्रतेयक मुमेनेर अन्तरे थकुक। ॱक रेॱयायाते आछे, ये ब्यक्ति मागरिब ॱ ॱशार नामायेर मध्यवर्ती समये सूरआ तावाराकाल्लायी ॱ सूरआ आलिफ-लाम-मीम सेज्दाह पड़िल, से येन लाइलातुल कदरे जागिया थकिया ॱबादत-बन्देगी करिल। ॱक रेॱयायाते आछे, ये ब्यक्ति ॱई दुईटि सूरआ पड़े ताहार जन्य सन्तरटि नेकी लेखा हय ॱवंग सन्तरटि गोनाह दूर करिया देॱया हय। ॱक रेॱयायाते आछे, ये ब्यक्ति ॱई दुईटि सूरआ पड़े ताहार जन्य शवे कदरेर ॱबादतेर समान सॱयाव लेखा हय।

ॱमाम तिरमियी (रहः) हयरत इबने आक्वास (रायिः) हईते नकल करियाछेन ये, किछुसंख्यक साहाबी ॱक जायगाय ताँवु लागाइलेन। ताँहादेर जाना छिल ना ये, सेथाने कवर रहियाछे। हॱाँ ताँवु स्थापनकारीरा सेथाने काहाकेॱ सूरआ तावाराकाल्लायी पड़िते शुनिलेन। ॱई घटना ह्यूर साल्लाहा आलाइहि ॱयासाल्लामेर निकट आरज करा हईले ह्यूर साल्लाहा आलाइहि ॱयासाल्लाम फरमाइलेन, ॱई सूरआ आल्लाहर आज्बाव हईते बाधादानकारी ॱवंग नाजात दानकारी। हयरत आज्बाव (रायिः) बलेन, ह्यूर साल्लाहा आलाइहि ॱयासाल्लाम ततक्ष्ण शुइतेन ना यतक्ष्ण सूरआ आलिफ-लाम-मीम सेज्दा ॱ सूरआ तावाराकाल्लायी ना पड़ितेन। हयरत खालेद इबने मादान (रायिः) बलेन, आमार निकट ॱई रेॱयायात पौछियाछे ये, ॱक ब्यक्ति बड़ गोनाहगार छिल। से सूरआ आलिफ लाम मीम सेज्दा पड़ित। ॱहा छाड़ा से आर कोन किछु पड़ित ना। लोकटि (मृत्युर पर ताहार) उपर ॱई सूरआ स्वीय डाना मेनिया दिया सुपारिश करिल, हे रब! ॱई ब्यक्ति आमाके अनेक बेशी तेलाॱयात करित। ताहार सुपारिश कबूल करा हईल ॱवंग प्रतेयक गोनाहेर परिवर्ते ॱकटि करिया नेकी देॱयार ह्कूम हईल। हयरत खालेद इबने मादान (रायिः) ॱहाॱ बलेन ये, ॱई सूरआ ताहार पाठकारीर पक्षे कवरे वगड़ा करे ॱवंग बले, आमि यदि तोमार किताबेर अंश हईया थकि तबे आमार सुपारिश कबूल कर। नतुवा आमाके तोमार किताब हईते मिटाइया दाॱ, अतःपर ॱई सूरआ पाथिर मत हईया याय ॱ

मूर्दार उपर निजेर डाना मेलिया देय आर ताहार उपर हईते कवरेर आज्बाव फिराइया राखे। वर्णनाकारी बलेन, सूरआ तावाराकाल्लायीर जन्यॱ ॱई सबगुलि फयीलत रहियाछे। हयरत खालेद इबने मादान (रायिः) ॱई दुईटि सूरआ ना पड़िया शुइतेन ना।

हयरत ताउस (रहः) बलेन, ॱई दुईटि सूरआ समस्त कुरआन शरीफेर अन्यान्य सब सूरआ हईते ७० नेकी बेशी राखे। कवरेर आज्बाव कोन साधारण विषय नय। प्रतेयक ब्यक्तिके मृत्युर पर सर्वप्रथम कवरेर सम्मुखीन हईते हय। हयरत ॱसमान (रायिः) यथन कोन कवरेर निकट दाँडाइतेन तथन ॱत बेशी काँदितेन ये, दाड़ि मुबारक भिजिया याइत। केह जिज्जासा करिल, आपनि जाम्नात ॱ जाहानामेर आलोचना द्वाॱ ॱत काँदेन ना, यत कवर देखिया काँदेन? तिनि बलिलेन, आमि नबी करीम साल्लाहा आलाइहि ॱयासाल्लामेर निकट शुनियाछि ये, कवर हईल आखेरातेर मज्जिलसमूहेर सर्वप्रथम मज्जिल। ये ब्यक्ति उहार आज्बाव हईते नाजात पाइया याय, ताहार जन्य परवर्ती विषयगुलि सहज हईया याय। आर यदि कवरेर आज्बाव हईते नाजात ना पाय तबे परवर्ती विषयगुलि उहार चेये कठिन हय। आमि ॱई कथाॱ शुनियाछि ये, कवरेर चेये भयानक आर कोन दृश्य नाइ।

٥ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَبَلًا قَالَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمَدُ الْأَحْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ  
الْحَمْدُ الْمُرْتَحِلُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
مَا الْحَمْدُ الْمُرْتَحِلُ قَالَ صَاحِبُ  
الْقُرْآنِ يُضْرَبُ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ  
آخِرُهُ وَمِنْ آخِرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَذْلَهُ  
كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ.  
رواه الترمذی صحافی الرحمة والمقام  
وقال تفرد به صالح المري وهو من  
زهاد اهل البصرة الا ان الشیخین لم یخرجاہ وقال الذہبی صالح متروک قلت  
هو من رواة ابی داؤد والترمذی

⑤ हयरत इबने आक्वास (रायिः) बलेन, ह्यूर साल्लाहा आलाइहि ॱयासाल्लामेर निकट केह जिज्जासा करिल सर्वोत्तम आमल कि? तिनि



বলিলেন, ‘হাল-মুরতাহিল।’ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হাল-মুরতাহিল কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সেই কুরআনওয়ালা, যে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পৌছে এবং শেষ করার পর আবার শুরুতে পৌছে এবং যেখানে থামে সেখান হইতে আবার সামনে অগ্রসর হয়। (রহমতে মুহাদত : তিরমিযী, হাকিম)

‘হাল’ অর্থ মঞ্জিলে আগমনকারী। ‘মুরতাহিল’ অর্থ যাত্রা আরম্ভকারী। অর্থাৎ যখন কালামে পাক খতম হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ আবার নতুন করিয়া শুরু করিয়া দেয়। এইরূপ নহে যে, এখন তো খতম হইয়া গিয়াছে, আবার পরে দেখা যাইবে। ‘কানযুল উম্মালের’ এক রেওয়াজাতে ইহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে যে, ‘আল খাতিমুল-মুফাতিহ’ খতম করনেওয়ালা এবং সাথে সাথেই শুরু করনেওয়ালা। অর্থাৎ কুরআন শরীফ একবার খতম করার সাথে সাথেই আবার দ্বিতীয় খতম শুরু করিয়া দেয়। আমাদের দেশে কুরআন শরীফ খতম করার পর ‘মুফলিহুন’ পর্যন্ত পড়ার যে প্রচলন রহিয়াছে, সম্ভবত এখান হইতেই এই রীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা ইহাকেই আদব মনে করে এবং পরে আর খতম পুরা করার এহতমাম করে না। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। বরং উদ্দেশ্য হইল একবার খতম করার পর পুনরায় শুরু করা। কাজেই উহাকে পুরা করাও উচিত।

‘শরহে এহইয়ায়’ এবং আল্লামা সুযুতী (রহঃ) তাহার ‘ইতকান’ কিতাবে দারেমীর রেওয়াজাত নকল করিয়াছেন যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুল আউজু বিরাবিন্নাহ পড়িতেন, তখন সাথে সাথে সূরা বাকারার মুফলিহুন পর্যন্তও পড়িতেন। অতঃপর কুরআন খতমের দোয়া করিতেন।

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ قَوْلًا وَ  
فِعْلًا يَبْدِهِ لَكُمْ وَاشْدُّ تَفْصِيًّا مَنْ  
الْإِلِيلِ فِي عَقْلِهَِا  
أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ نَعْنُو رَاكِعًا صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْنَقْلَ كِيَا هِي كَرَقْرَانِ شَرِيفِ  
كِي خَبَرِ كِي كِي كِي رَقِمْ هِي هِي اس ذَاتِ  
پَاك كِي كِي كِي كِي كِي قَبْضَةِ مِي مِي جَانِ هِي  
كَرَقْرَانِ پَاك جِلْدِ نَكْلِ جَانِ وَالَا هِي سِيْنُو  
سَعْنَقْلِ اُونُٹ كِي هِي رَسِيُوں سَعْنَقْلِ

(رواه البخاري ومسلم)

⑥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কুরআন শরীফে

খোঁজ খবর লইতে থাক। কসম সেই পাক জাতের যাহার হাতে আমার জান। উট যেমন রশি হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা অপেক্ষা দ্রুত কুরআন অন্তর হইতে বাহির হইয়া যায়। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ মানুষ যদি জানোয়ারের হেফাজত হইতে উদাসীন হইয়া যায় এবং উহা রশি হইতে বাহির হইয়া যায় তবে ভাগিয়া যাইবে। এমনভাবে যদি কালামে পাকের হেফাজত না করা হয় তবে উহাও ইয়াদ থাকিবে না ; ভুলিয়া যাইবে। আসল কথা হইল, কুরআন শরীফ মুখস্থ হওয়া স্বয়ং কুরআনেরই একটি প্রকাশ্য মুজিয়া। নতুবা উহার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কোন কিতাবও মুখস্থ হওয়া শুধু কঠিনই নয় বরং প্রায় অসম্ভব। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-কামারে কুরআন শরীফ মুখস্থ হওয়াকে তাহার দয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং বার বার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছে—

وَلَقَدْ يَكْرَهُ الْفَرَانُ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَدَكِرٍ

অর্থাৎ, আমি কালামে পাককে হেফজ করিবার জন্য সহজ করিয়া রাখিয়াছি, কেহ কি হেফজ করিতে প্রস্তুত আছে? (সূরা কামার, আয়াত : ১৭)

জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই আয়াতের মধ্যে প্রশ্নবোধক বাক্যটি আদেশ অর্থে আসিয়াছে। সুতরাং যে বিষয়টিকে আল্লাহ তায়ালা বার বার তাকীদ করিয়া বলিতেছেন, আমরা মুসলমানগণ উহাকে অনর্থক, নিবুদ্ধিতা এবং অযথা সময়ের অপচয় বলিয়া মনে করিতেছি। এই আহাম্মকীর পরও আমাদের ধ্বংসের জন্য আর কিসের অপেক্ষা বাকী রহিয়াছে? আশ্চর্যের ব্যাপার হইল, হযরত উযাইর (আঃ) তাওরাত মুখস্থ লিখিয়া দেওয়াতে আল্লাহর পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত হন। আর মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই নেয়ামতকে সহজ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া উহার এরূপ মূল্যায়ন করা হইয়া থাকে।

অর্থাৎ, অত্যাচারীগণ অচিরেই জানিতে পারিবে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মোটকথা, ইহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দয়া ও অনুগ্রহ যে, কুরআন শরীফ মুখস্থ হইয়া যায়। ইহার পর যদি কাহারও পক্ষ হইতে অবহেলা হয় তবে তাহাকে ভুলাইয়া দেওয়া হয়। কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে বড় কঠোর শাস্তির কথা আসিয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সামনে

উম্মতের গোনাহ পেশ করা হইয়াছে। আমি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে বড় কোন গোনাহ দেখিতে পাই নাই। অন্য জায়গায় এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যায় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে কুষ্ঠ রুগী হইয়া হাজির হইবে। ‘জমউল ফাওয়ায়েদ’ কিতাবে রায়ীন-এর রেওয়ায়াত দ্বারা নিম্নের আয়াতটিকে দলীল হিসাবে পেশ করা হইয়াছে—

قَالَ رَبِّ لَوْ خَشِيتُنِي أُعْطِيَ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় আমি তাহার জীবনকে সংকীর্ণ করিয়া দেই এবং কিয়ামতের দিন তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইব। সে বলিবে হে আমার রব! আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলেন কেন? আমি তো চক্ষুওয়ালা ছিলাম। এরশাদ হইবে, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ আসিয়াছিল তুমি সেইগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলে। সুতরাং আজ তোমাকেও সেইভাবেই ভুলিয়া যাওয়া হইবে। (সূরা তাহা, আয়াত : ১২৫) অর্থাৎ তোমার কোন সাহায্য করা হইবে না।

عَنْ بَرِيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

ব্রীদেহ نے حضور اقدس صَلَّی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے کھاوے لوگوں سے قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔

⑨ হযরত বুрайদ (রাযিঃ) হইতে, বর্ণিত হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসিবে যে, তাহার চেহারা শুধুমাত্র হাড়ি থাকিবে যাহার উপর কোন গোشت থাকিবে না। (বায়হাকী : ৩ আব)

অর্থাৎ যাহারা দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ে আখেরাতে তাহাদের কোন অংশ নাই। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমরা কুরআন শরীফ পড়ি, আমাদের মধ্যে আজমী ও আরবী সব ধরণের লোক আছে। যেভাবে পড়িতেছ পড়িতে থাক। অতি শীঘ্র এমন একদল লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা

কুরআন শরীফের হরফগুলিকে এমনভাবে সোজা করিবে যেমন তীর সোজা করা হয়। অর্থাৎ খুবই সুন্দর করিবে। ঘন্টার পর ঘন্টা একেকটি হরফ সহীশুদ্ধ করিবে। মাখরাজ আদায়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিবে। আর এই সব কিছু দুনিয়ার জন্য হইবে। আখেরাতের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক থাকিবে না।

উদ্দেশ্য হইল, শুধু সুন্দর সুরের কোন মূল্য নাই যদি উহার মধ্যে এখলাস না থাকে। ইহা কেবল দুনিয়া কামানোর জন্য হইবে। চেহারা য় গোশত না থাকা'র অর্থ হইল, সে যখন সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তু কামাইবার মাধ্যম বানাইয়াছে তখন তাহার সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ চেহারাকে সৌন্দর্য ও রওনক হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) এক ওয়াজকারীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সে কুরআন তেলাওয়াতের পর মানুষের নিকট কিছু চাহিতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি ইল্লা লিল্লাহ পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করিবে তাহার যাহা কিছু চাহিবার থাকে সে যেন আল্লাহর নিকট চায়। অতিসত্তর এমন লোক আসিবে যাহারা কুরআন তেলাওয়াতের পর মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিবে। মাশায়েখগণ হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এলেমের দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করে তাহার উদাহরণ হইল, নিজের মুখমণ্ডল দ্বারা জুতা পরিষ্কার করে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, জুতা তো পরিষ্কার হইয়া যাইবে কিন্তু মুখমণ্ডল দ্বারা উহা পরিষ্কার করা চরম নিবুদ্ধিতা ও আহাম্মকী। এইরূপ লোকদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হইয়াছে—

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ.

অর্থাৎ, ইহারা ই ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করিয়াছে। (সূরা বাকার, আয়াত : ১৬) সুতরাং না তাহাদের ব্যবসা লাভজনক, আর না তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযিঃ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের একটি সূরা পড়াইয়াছিলাম। সে হাদিয়া হিসাবে আমাকে একটি ধনুক দিল। আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহার আলোচনা করিলে তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি জাহান্নামের একটি ধনুক লইয়াছ। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ)ও তাহার নিজের সম্পর্কে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের এই জওয়াব নকল করিয়াছেন যে, তুমি জাহান্নামের একটি স্ফুলিঙ্গ আপন কাঁধের মাঝখানে লটকাইয়া দিয়াছ। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তুমি যদি জাহান্নামের একটি বেড়ি গলায় পরিতে চাও তবে উহা কবুল কর।

এখানে পৌছিয়া আমি ঐ সকল হাফেজদের খেদমতে অত্যন্ত আদবের সহিত আরজ করিতে চাই, যাহারা পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যেই মকতবে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়া থাকেন, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের পদমর্যাদা ও জিস্মাদারীর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। যাহারা আপনাদের বদনিয়েতের কারণে কালামে মজীদ পড়ানো বা হেফজ করানো বন্ধ করিয়া দেয় উহার আজাবে শুধু তাহারাই গ্রেপ্তার হইবে না বরং আপনাদেরকেও উহার জন্য জবাবদেহী করিতে হইবে এবং আপনারাও কুরআনে পাক পড়া বন্ধ করনেওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। আপনারা মনে করেন যে, আমরা কুরআন প্রচার করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই উহা প্রচারের পথে প্রতিবন্ধক। আমাদের বদস্বভাব ও বদ নিয়তি দুনিয়াকে কুরআনে পাক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিতেছে।

ওলামায়ে কেরাম তালীমের বিনিময়ে বেতন নেওয়াকে এই জন্য জায়েয বলেন নাই যে, আমরা উহাকেই উদ্দেশ্য বানাইয়া নিব। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের আসল উদ্দেশ্য শুধু তালীম এবং কুরআনী এলেমের প্রচার-প্রসার। বেতন উহার বদলা নয় বরং জরুরত মিটানোর একটি উপায় মাত্র, যাহা একান্ত বাধ্য হইয়া এবং অপারগতার কারণেই এখতিয়ার করা হইয়াছে।

### পরিশিষ্ট

কালামে পাকের এইসব ফাযায়েল ও গুণাবলী আলোচনা করার উদ্দেশ্য হইল, উহার সহিত মহব্বত পয়দা করা। কেননা, কালামুল্লাহ শরীফের মহব্বত মহান আল্লাহ তাযালার মহব্বতের জন্য অপরিহার্য। আর একটির মহব্বত অপরটির মহব্বতের কারণ হয়। দুনিয়াতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে শুধুমাত্র আল্লাহর মারেফত হাসিল করিবার জন্য। আর মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাখলুকের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য।

(কবির ভাষায়—)

ابروباد و سرور غور شید و فلک در کارند : تا توانی بجفت آری و بغفلت نخوری  
همراز بهر تو سرگشته و فرماں بردار : شرط انصاف نباشد که تو فرماں نبری

অর্থাৎ মেঘ-বায়ু, চাঁদ-সূর্য, আসমান-জমিন মোটকথা সব কিছুই তোমার খাতিরে কর্মরত রহিয়াছে। যাহাতে তুমি আপন প্রয়োজন ইহাদের মাধ্যমে পূরা কর এবং উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর যে, মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এইসব বস্তু কত ফরমাবরদার, অনুগত ও সময়মত কাজ করিয়া থাকে। তবে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্য কখনও কখনও উহাদের স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় কিছুটা ব্যতিক্রমও করিয়া দেওয়া হয়। যেমন বৃষ্টির সময় বৃষ্টি না হওয়া বাতাসের সময় বাতাস না চলা। এমনিভাবে গ্রহণের মাধ্যমে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। মোট কথা প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই কোন না কোন পরিবর্তন আনা হয় যাহাতে একজন অসতর্ক ও গাফেল লোক সতর্ক ও সচেতন হইতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল, এই সব কিছুকে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তোমার অধীন ও অনুগত করিয়া দেওয়া হইল। অথচ উহাদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারী তোমাকে আল্লাহর অনুগত ও ফরমাবরদার করিতে পারিল না। বস্তুতঃ আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী হইল মহব্বত—

إِنَّ الْمُبْتَغَىٰ لَمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

যখন কাহারো প্রতি মহব্বত হইয়া যায় এবং প্রেম ও অনুরাগ সৃষ্টি হইয়া যায় তখন তাহার আনুগত্য ও ফরমাবরদারী স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায় এবং তাহার নাফরমানী এমন কঠিন ও দুর্কর হইয়া যায়, যেমন মহব্বত ছাড়া কাহারও অনুগত্য করা অভ্যাস ও স্বভাব বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে কঠিন অনুভূত হয়। কোন জিনিসের সহিত মহব্বত পয়দা করার উপায় হইল, জাহেরী ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক অথবা বাতেনী ইন্দ্রিয় দ্বারা হউক যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর ধ্যান করা। যদি কাহারও চেহারা দেখিয়া অনিচ্ছাকৃত তাহার প্রতি আসক্তি জন্মিয়া যায় তবে কাহারও মধুর কণ্ঠস্বরও অনেক সময় চুম্বকের মত শক্তি রাখে।

(যেমন কবি বলিয়াছেন—)

زنتها عشق از دیدار خیزد : بسا کس دولت از گفتار خیزد

অর্থাৎ, প্রেম শুধু রূপ দেখিয়াই হয় না বরং অনেক সময় এই মুবারক দৌলত কথার দ্বারাও পয়দা হইয়া যায়। কাহারও কণ্ঠস্বর কণ্ঠগোচর হওয়া যেমন মনের অজান্তে তাহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে তেমনি কাহারও কথার মাধুর্য ও গুণাবলী তাহার সহিত মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞগণ লিখিয়াছেন, কাহারও সহিত মহব্বত পয়দা

করার ইহাও একটি পন্থা যে, মন হইতে অন্য সকলের কল্পনা দূর করিয়া শুধু তাহারই যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর কল্পনা করা। যেমন স্বভাবজাত প্রেম-প্রণয়ে এইসব বিষয় মনের অজান্তে হইয়া থাকে। যখন কাহারও সুন্দর চেহারা বা হাত নজরে পড়িয়া যায়, তখন মানুষ অন্যান্য অঙ্গসমূহ দেখিবার চেষ্টা সাধনা করে, যাহাতে মহব্বত বাড়িয়া যায়। মনে করে উহাতে মনে শান্তি আসিবে। কিন্তু শান্তি তো আসেই না বরং অস্থিরতা আরও বাড়িয়া যায়। (কবির ভাষায়—)

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

অর্থাৎ, চিকিৎসা যতই করা হইল, রোগ ততই বাড়িয়া চলিল।

জমিনে বীজ বপন করার পর যদি উহাতে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তবে উহাতে যেমন ফসল হয় না, তেমনি যদি মনের অলক্ষে কাহারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার পর সেই দিকে জ্রঞ্জেপ না করা হয়, তবে আজ না হউক কাল এই ভালবাসা অন্তর হইতে মিটিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার আপাদমস্তক দেহ সৌষ্ঠব, চালচলন ও কথাবার্তার কল্পনা দ্বারা অন্তরের এই মহব্বতের বীজকে যদি লালন করা হয় তবে প্রতি মুহূর্তে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। (কবি বলিয়াছেন—)

مکتب عشق کے انداز نزلے دیکھے اس کو چھٹی زبلی جس نے سبق یاد کیا

অর্থাৎ, প্রেমের পাঠশালায় ভিন্ন নিয়ম দেখিলাম, ছুটি সে পাইল না যে ছবক ইয়াদ করিয়াছে।

প্রেমের এই ছবক যদি ভুলিয়া যাও, তবে তৎক্ষণাৎ ছুটি পাইয়া যাইবে। ইয়াদ যতই করিবে ততই উহাতে জড়াইয়া যাইবে। এমনভাবে কোন যোগ্য পাত্রের সহিত ভালবাসা সৃষ্টি করিতে চাহিলে তাহার হৃদয়গ্রাহী গুণাবলী ও তাহার সৌন্দর্যাবলী অনুসন্ধান করিবে। যে পরিমাণ জানা যায় উহার উপর সম্ভৃষ্টি না হইয়া আরো অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। ক্ষণস্থায়ী মাহবুবের কোন একটি অঙ্গ দেখার উপর পরিতুষ্ট না হইয়া যতটুকু সম্ভব আরও বেশী দেখার লালসা বাকী থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ যিনি প্রকৃতই সকল গুণ ও সৌন্দর্যের মূল উৎস এবং যাহার গুণ-সৌন্দর্য ব্যতীত দুনিয়াতে আর কোন গুণ-সৌন্দর্যই নাই, নিঃসন্দেহে তিনি এমন মাহবুব যাহার গুণাবলী ও সৌন্দর্যের কোন সীমা নাই। তাহার এই সীমাহীন গুণাবলীর মধ্য হইতে তাহার কালামও একটি। যাহার সম্পর্কে পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি যে, উহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করার

পর আর কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই। প্রেমিকদের জন্য এই সম্পর্কের সমতুল্য আর কি হইতে পারে? (কবির ভাষায়—)

اے گل تو خرسندم تو بختے کے داری

অর্থাৎ, হে ফুল আমি তোমাকে এই জন্যই ভালবাসি যে, তুমি কাহারও সুবাস বহন করিতেছ।

যাহা হউক যদি এই সম্পর্কের বিষয়টি ছাড়িয়াও দেওয়া হয় যে এই কালামের উদ্ভাবক কে এবং উহা কাহার গুণ, তারপরও হৃদয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উহার যে সকল সম্পর্ক রহিয়াছে, একজন মুসলমানের কালামে পাকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য উহা কম কি? যদি উহাও বাদ দেওয়া হয় তবে স্বয়ং কালামে পাকের মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখুন যে, দুনিয়াতে এমন কোন সৌন্দর্য ও গুণ রহিয়াছে যাহা কোন বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় অথচ কালামে পাকের মধ্যে উহা বিদ্যমান নাই। (কবির ভাষায়—)

گل چیں بہار تو زو داماں گلہ دارد  
ادائیں لاکھ اور بتیاب دل ایک

دامان نہ تنگ و گل حسن تو بسیار  
فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر

অর্থাৎ, তোমার দৃষ্টির আঁচল অতি সংকীর্ণ, নতুবা ফুলের সৌন্দর্যের কোন অভাব ছিল না; পুষ্প-কাননের বসন্ত কেবল তোমার সংকীর্ণ আঁচলেরই অভিযোগ করে।

আপনার সীমাহীন গুণাবলীর কোন কোনটির উপর প্রাণ উৎসর্গ করিব; লাখো গুণাবলী অথচ অশান্ত মন মাত্র একটি।

পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠকারীর নিকট গোপন থাকার কথা নয় যে, দুনিয়াতে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার দিকে উপরোক্ত হাদীসসমূহে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই এবং প্রেম ও গৌরবের বিষয়সমূহের মধ্য হইতে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার প্রতি কোন প্রেমিক আকৃষ্ট হয় আর সেই বিষয়ে কালামুল্লাহ শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব চরম পর্যায়ে বর্ণিত হয় নাই। যেমন সামগ্রিক ও সার্বজনীন কল্যাণ যাহা পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে উহার সম্পূর্ণই পরিপূর্ণরূপে কালামে পাকের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সর্বপ্রথম হাদীস : সামগ্রিকভাবে যাবতীয় বস্তুর তুলনায় কুরআন পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে। মহব্বত ও ভালবাসার যে কোন একটি প্রকারই ধরুন, যদি কোন ব্যক্তির নিকট মহব্বতের অসংখ্য

কারণসমূহের মধ্য হইতে কোন এক কারণে কাহাকেও পছন্দ হয় তবে কুরআন শরীফ সেই সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে উহা হইতে উত্তম। অতঃপর সাধারণভাবে মহব্বত ও সম্পর্ক স্থাপনের যত কারণ হইতে পারে পৃথকভাবেও দৃষ্টান্ত স্থাপনপূর্বক ঐ সবার উপর কুরআন পাকের শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২নং হাদীস : লাভ-মুনাফার কারণে যদি কাহারও সহিত মহব্বত হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা রহিয়াছে যে, আমি কুরআন পাকের তেলাওয়াতকারীকে অন্যান্য সকল দোয়াকারীর তুলনায় বেশী দান করিব। ব্যক্তিগত মর্যাদা, যোগ্যতা ও গুণাবলীর কারণে যদি কাহারও প্রতি আকর্ষণ হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা বলিয়া দিয়াছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুর উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপ, যেমন মখলূকের উপর আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠত্ব, গোলামের উপর মনিবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মালের উপর মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব।

৩নং হাদীস : যদি কেহ ধনসম্পদ, খাদেম-খোদাম ও জীবজন্তুর প্রতি আসক্ত হয় বা কোন এক ধরনের পশু পালনের ব্যাপারে সৌখিন হয়, তবে বিনা পরিশ্রমে জীবজন্তু পাওয়ার চাইতেও কুরআন পাক হাসিল করার শ্রেষ্ঠত্বের কথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৪নং হাদীস : কোন সূফী ভাবাপন্ন লোক যদি তাকওয়া-পরহেজগারী হাসিল করিতে আগ্রহী হয়, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য হয় ; তাকওয়া ও পরহেজগারীতে যাঁহাদের সমান হওয়া কঠিন ; এক মুহূর্তও যাঁহারা আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলেন না। তদুপরি যদি কেহ দ্বিগুণ পাওয়াকে কিংবা নিজের মতামতকে দুইজনের মতামতের সমান গণ্য করাকে গৌরবের বিষয় মনে করে, তবে বলা হইয়াছে, ঠেকিয়া ঠেকিয়া তেলাওয়াতকারী দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।

৫নং হাদীস : হিংসা যদি কাহারও অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহার ভিতরে হিংসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া থাকে ; কিছুতেই সে এই অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছে না, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহার যোগ্যতার উপর প্রকৃতই হিংসা হইতে পারে, সে হাফেজে কুরআন।

৬নং হাদীস : যদি কেহ ফল-ফলাদির পাগল হয় এবং উহার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, ফল ছাড়া সে শান্তি পায় না, তবে কুরআন পাক তুরনুজ (কমলালেবু জাতীয় ফল) সমতুল্য। যদি কেহ মিষ্টদ্রব্যের এমন

আসক্ত হয় যে, মিষ্টি ছাড়া তাহার চলে না, তবে কুরআন পাক খেজুর হইতে অধিক মিষ্ট।

৭নং হাদীস : যদি কেহ ইজ্জত-সম্মান ও মেম্বারী-সরদারীর অভিলাষী হয়, উহা ছাড়া সে থাকিতে পারে না, তবে কুরআন পাক দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী।

৮নং হাদীস : যদি কেহ প্রাণ উৎসর্গকারী এমন সাহায্যকারী চায়, যে সকল ঝগড়া-বিবাদে আপন সঙ্গীর পক্ষে লড়াই করিতে সদা প্রস্তুত থাকে, তবে কুরআন পাক এমন সঙ্গী যে, (কিয়ামতের দিন) সকল বাদশাহ বাদশাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সহিত আপন সঙ্গীর পক্ষে ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী গবেষক তত্ত্ব উদঘাটনের কাজে নিজের জীবন ব্যয় করিতে চায় এবং তাহার নিকট একটি তত্ত্ব উদঘাটন দুনিয়ার সকল আনন্দ হইতেও অধিকতর হয়, তবে কুরআন পাকের অভ্যস্তর যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার।

তদ্রূপ যদি কেহ গুপ্ত রহস্য ও তথ্য আবিষ্কার করাকে যোগ্যতা মনে করে, সি.আই.ডি পদের দক্ষতাকে কৃতিত্ব মনে করে এবং ইহার জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, তবে কুরআন পাকের অভ্যস্তরে অন্তহীন গুপ্ত রহস্য রহিয়াছে।

৯নং হাদীস : যদি কেহ সুউচ্চ মহল তৈরীর জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিতেছে, সপ্তম তলায় নিজের জন্য খাছ কামরা বানাইতে চায়, তবে কুরআন পাক সপ্তম হাজার তলায় পৌছাইয়া দেয়।

১০নং হাদীস : যদি কেহ এমন ব্যবসা করিতে চায়, যাহাতে কোন পরিশ্রম নাই অথচ লাভ খুব বেশী, তবে কুরআন পাক প্রতি হরফে দশ নেকী দেওয়ায়।

১১নং হাদীস : যদি কেহ সিংহাসন ও রাজমুকুটের কাঙ্গাল হয় আর উহার জন্য সমগ্র দুনিয়ার সহিত লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে কুরআন পাক আপন বন্ধুর পিতামাতাকে এমন মুকুট পরাইয়া দিবে যাহার চমক ও উজ্জ্বলতার দুনিয়াতে কোন তুলনা নাই।

১২নং হাদীস : যদি কেহ ভেক্সিবাজীতে এইরূপ পারদর্শী হইতে চায় যে, হাতে আগুন রাখিতে পারে এবং জ্বলন্ত দিয়াশলাই মুখে পুরিয়া নিতে পারে, তবে কুরআন পাক এমন যে, জাহান্নামের আগুনকেও নিষ্ক্রিয় করিতে পারে।

১৩নং হাদীস : যদি কেহ শাসকগোষ্ঠীর প্রিয় হওয়ার জন্য মরিয়া হইয়া লাগে ; সে গর্ববোধ করে যে, আমার একটি চিঠির কারণে অমুক



বিচারপতি অমুক অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি অমুক ব্যক্তির উপর শাস্তি হইতে দেই নাই। শুধু এইটুকু বিষয় হাসিল করিবার জন্য জজ ও কালেক্টরকে দাওয়াত করিয়া তোষামোদ করিয়া সময় ও টাকা-পয়সা নষ্ট করিয়া থাকে; প্রতিদিন কোন না কোন একজন জজকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। তবে কুরআন শরীফ তাহার প্রত্যেক বন্ধুর মাধ্যমে এমন দশজনকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করাইয়া দেয় যাহাদের সম্পর্কে জাহান্নামের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে।

১৪নং হাদীস : যদি কেহ খোশবুর পাগল হয়, বাগান ও ফুলের প্রেমিক হয় তবে কুরআন শরীফ খোশবুর ভাণ্ডার। যদি কেহ আতরের আসক্ত হয়, মেশকযুক্ত মেহদীতে গোসল করিতে চায়, তবে কালামে মজীদ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত মেশক। আর গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই মেশকের সহিত ঐ মেশকের কোন তুলনাই হয় না।

چر نسبت خاک را با عالم پاک

“বস্তুতঃ সেই পাক-পবিত্র উর্ধ্বজগতের সহিত এই মর্তজগতের কোন তুলনাই হইতে পারে না।”

কবির ভাষায়—

کار زلف تست مشک افشانی لایعاشقان  
مصلحت را تہمت بر آہوتے ہیں بستہ اند

“মেশকের সুগন্ধি ছড়ানো (হে প্রেমাস্পদ!) তোমারই কেশগুচ্ছের কাজ, কিন্তু প্রেমিকগণ কারণবশতঃ এই অপবাদ চীনের (কস্তুরীযুক্ত) হরিণের উপর চাপাইয়া দিয়াছে।”

১৫নং হাদীস : যদি কোন ব্যক্তি এমন প্রকৃতির হয় যে, সে শাস্তির ভয়ে কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় কিন্তু উৎসাহ প্রদান তাহার মধ্যে কোন ক্রিয়া করে না, কুরআন শরীফ হইতে খালি হওয়া ঘরের বরবাদী সমতুল্য।

১৬নং হাদীস : কোন আবেদ যদি সর্বোত্তম এবাদতের তালাশে থাকে এবং সবচাইতে বেশী সওয়াবপূর্ণ এবাদতে মশগুল থাকার আকাঙ্ক্ষা হয় তবে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত সর্বোত্তম এবাদত। পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কুরআন তেলাওয়াত নফল নামায, নফল রোযা, তাসবীহ-তাহলীল এই সবকিছু হইতে উত্তম।

১৭নং ও ১৮নং হাদীস : বহু লোক গর্ভবতী জানোয়ারের প্রতি আগ্রহ রাখে এবং গর্ভবতী জানোয়ার অধিক মূল্যে খরিদ করা হয়। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাইয়া দিয়াছেন এবং বিশেষভাবে এই বিষয়টিকেও দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ উহা হইতেও উত্তম।

১৯নং হাদীস : অধিকাংশ লোক সর্বদা স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তাযুক্ত থাকে। আর এইজন্য ব্যায়াম করে, প্রতিদিন গোসল করে, দৌড়ায়, ভোরে উঠিয়া ভ্রমণ করে, এমনভাবে কতক লোকের দুঃখ, অশান্তি, চিন্তা, ভাবনা হামেশা লাগিয়া থাকে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, সূরায়ে ফাতেহা প্রত্যেক রোগের শেফা এবং কুরআনে কারীম অন্তরের ব্যাধি দূর করিয়া দেয়।

২০নং হাদীস : গর্বের পূর্বোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রহিয়াছে, সেই সবগুলি বর্ণনা করা মুশকিল। যেমন, অধিকাংশ লোক বংশমর্যাদার গর্ব করে। কেহ নিজের সুনীতির উপর গর্ব করে। কেহ সর্বজনপ্রিয় বলিয়া গর্বিত, আবার কেহ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশলের দরুন গর্বিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, কুরআনই হইতেছে প্রকৃত গর্বের বিষয়। আর হইবেই না কেন? কুরআনে কারীমই বস্তুতঃ সর্বপ্রকার গুণ ও সৌন্দর্যের আধার।

آنچه خوبال ہمہ دارند تو تنہا داری

“সকলে মিলিয়া পাইয়াছে যাহা তুমি একা পাইয়াছ তাহা।”

২১নং হাদীস : অধিকাংশ লোকেরই ধনসম্পদ সঞ্চয়ের প্রবল আগ্রহ থাকে। ইহার জন্য খানাপিনা এবং পোশাক-পরিচ্ছদে কম খরচ করে এবং কষ্ট সহ্য করে। ধনসম্পদ জমা করার ঘুরপাকে এমনভাবে ফাঁসিয়া যায় যাহা হইতে বাহির হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বোত্তম সঞ্চয়যোগ্য সম্পদ হইতেছে কালামুল্লাহ। অতএব যত ইচ্ছা কেহ জমা করুক কেননা ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন সম্পদ নাই।

২২নং হাদীস : আপনার যদি বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার সখ হয়, আপনি নিজ কামরায় দশটি বৈদ্যুতিক বাল্ব এইজন্য লাগান যাহাতে আপনার কামরা বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলমল করিয়া উঠে তবে কুরআন কারীমের তুলনায় অধিক আলোর বস্তু আর কি হইতে পারে?

আপনি যদি চান যে, আপনার বন্ধু-বান্ধব আপনার কাছে প্রতিদিন কিছু না কিছু হাদিয়া তোহফা পাঠাইতে থাকুক আর এই উদ্দেশ্যেই মানুষের সহিত সম্পর্কও বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং কখনও কোন বন্ধু

নিজের বাগানের ফল আপনার জন্য না পাঠাইলে তাহার সমালোচনা করেন তবে কুরআনে কারীমের চাইতে বেশী হাদিয়া কে পাঠাইতে পারিবে? যে কুরআন তেলাওয়াত করে তাহার কাছে ছাকীনা অর্থাৎ বিশেষ রহমত পাঠানো হয়। সুতরাং আপনার কাহারও প্রতি জীবন উৎসর্গ করার কারণ যদি ইহাই হয় যে, সে আপনার জন্য দৈনিক কিছু হাদিয়া আনিয়া থাকে তবে কুরআন শরীফে উহারও বদল রহিয়াছে।

আপনি যদি কোন মন্ত্রী এইজন্য সর্বদা পদচুম্বন করিয়া থাকেন যে, সে উচ্চ দরবারে আপনার আলোচনা করিবে। কোন পেশকারের এইজন্য তোষামোদ করেন যে, সে কালেক্টরের নিকট আপনার কিছু প্রশংসা করিবে অথবা কাহারো এইজন্য গুণকীর্তন করেন যে, বন্ধুর মজলিশে আপনার আলোচনা করিবে তবে কুরআনে কারীম প্রকৃত মাহবুব ও আহকামুল হাকিমীনের দরবারে আপনার আলোচনা স্বয়ং প্রিয় ও মনিবের জবানে করা ইয়া দেয়।

২৩নং হাদীস : আপনি যদি এই তালাশে থাকেন যে, প্রিয়জনের নিকট সর্বাধিক প্রিয়-বস্তু কি? যাহার জন্য আপনি পাহাড় খুড়িয়া দুধের নহর বাহির করিতেও প্রস্তুত থাকেন তবে মনিবের নিকট কুরআন শরীফ হইতে প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই।

২৪নং হাদীস : আপনি যদি দরবারী হওয়ার জন্য জীবন ব্যয় করিয়া থাকেন এবং বাদশার সহচর হওয়ার জন্য শত সহস্র তদবীর অবলম্বন করিয়া থাকেন তবে কালামুল্লাহ শরীফের মাধ্যমে এমন এক বাদশার সহচরে পরিগণিত হইবেন যাহার সামনে বড় হইতে বড় কোন বাদশাহীর মূল্য নাই। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, কাউন্সিলের মেম্বর হওয়ার জন্য বা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত শিকারে যাওয়ার জন্য আপনি কত কুরবানী করেন, আরাম-আয়েশ ও জানমাল উৎসর্গ করেন, মানুষের মাধ্যমে চেষ্টা-তদবীর করান, দ্বীন-দুনিয়া সব বরবাদ করিয়া দেন। উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, আপনার দৃষ্টিতে ইহা দ্বারা আপনার মর্যাদা লাভ হইবে। যদি তাহাই হয় তবে প্রকৃত মর্যাদার জন্য এবং প্রকৃত হাকিম ও বাদশার সহচর এবং তাঁহার দরবারের সদস্য হওয়ার জন্য কি আপনার সামান্য মনোযোগেরও প্রয়োজনও নাই? আপনি এই লৌকিকতাপূর্ণ মর্যাদার জন্য জীবন ব্যয় করুন কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে জীবনের কিছু অংশ জীবনদাতার জন্যও তো ব্যয় করুন।

২৫নং হাদীস : আপনি যদি চিশতিয়া তরীকার আশেক হইয়া থাকেন এবং এই সকল মজলিস ব্যতীত আপনার শান্তি লাভ না হয় তবে

তেলাওয়াতে কুরআনের মজলিস উহা হইতে বহু গুণে বেশী হৃদয়গ্রাহী এবং যত বড় উপেক্ষাকারী হউক তাহার কানকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লয়।

২৬নং হাদীস : এমনিভাবে আপনি যদি মনিবকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহেন তবে কুরআন তেলাওয়াত করুন।

২৭নং হাদীস : আপনি যদি ইসলামের দাবীদার হন, মুসলমান হওয়ার দাবী করেন, তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হইল, কুরআন শরীফ এইরূপ তেলাওয়াত করুন যেইরূপ উহার হক রহিয়াছে। আপনার নিকট ইসলাম যদি কেবল মৌখিক জমা খরচ না হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সহিত আপনার ইসলামের কোন সম্পর্ক থাকে তবে ইহা আল্লাহর ফরমান এবং তাহার রাসূলের পক্ষ হইতে উহার তেলাওয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। অধিকন্তু আপনার মধ্যে যদি তীব্র জাতীয়তাবোধ থাকিয়া থাকে, আপনি যদি তুর্কী টুপি এইজন্য পরিয়া থাকেন যে, ইহা ইসলামী লেবাস, আপনার কাছে যদি জাতীয় নিদর্শন প্রিয়বস্তু হইয়া থাকে আর ইহা প্রচার করার জন্য আপনি বিভিন্ন রকম চেষ্টা তদবীর অবলম্বন করিয়া থাকেন, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করিয়া থাকেন তবে আল্লাহর রাসূল আপনাকে নির্দেশ দিতেছে যথাসম্ভব কুরআন শরীফের প্রচার করুন।

আমি যদি এইখানে পৌছিয়া জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি তবে অসঙ্গত হইবে না। আপনার পক্ষ হইতে কুরআন প্রচারের ব্যাপারে কতটুকু সহযোগিতা হইতেছে? শুধু ইহাই নহে বরং আল্লাহর ওয়াস্তে একটু চিন্তা-ভাবনা করিয়া জওয়াব দিন যে, ইহার প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করার ব্যাপারে আপনার কি পরিমাণ অংশ রহিয়াছে? আজ কুরআনের তালীমকে বেকার বলা হয়, সময় ও জীবন নষ্ট করা, অযথা ও অহেতুক মগজ ক্ষয় করা এবং নিষ্ফল মেহনত করা বলা হয়। আপনি হয়ত উহার সহিত একমত নহেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে একদল লোক উক্ত কাজে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টারত রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের নীরবতা উহার সহযোগিতা নহে কি? মানিয়া নিলাম আপনারা এই চিন্তাধারাকে পছন্দ করেন না, কিন্তু আপনাদের এই অপছন্দের দ্বারা কি লাভ হইল?

ہم نے مانا کہ تغافل مذکور گئے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

অর্থাৎ, মানিয়া লইলাম যে, তুমি আমার প্রতি উদাসীন থাকিবে না ;

কিন্তু তোমার চেতনা লাভের আগেই আমি ধুলায় মিশিয়া যাইব।

বর্তমানে কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত জোরালোভাবে এইজন্য অস্বীকার করা হইতেছে যে, মসজিদের মোল্লারা ইহাকে পেট পালার একটা পন্থা বানাইয়া নিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে তাহাদের নিয়তের উপর বিরাট এক হামলা এবং একটি বড় কঠিন দায়-দায়িত্বের ব্যাপার সময়মত যাহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। ইহার পরও আমি অত্যন্ত আদবের সহিত জিজ্ঞাসা করি যে, আল্লাহর ওয়াস্তে এই বিষয় একটু চিন্তা করুন যে, এই সকল স্বার্থপর মোল্লাদের স্বার্থপরতার ফলাফল আজ দুনিয়াতে আপনারা কি দেখিতেছেন, আর আপনাদের নিঃস্বার্থ মতামতসমূহের ফলাফল কি হইবে? এবং কালামে পাকের প্রচার ও প্রসারে আপনাদের সুপরামর্শ ও মতামতসমূহ হইতে কতটুকু সহযোগিতা মিলিবে। যাহাই বলুন না কেন আপনাদের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হইল কুরআন পাকের প্রচার করা। এই ব্যাপারে আপনারা নিজেরাই ফয়সালা করুন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দ্বারা কতটুকু পালন করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

আরেকটি বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য করুন, অনেকে মনে করে আমরা তাহাদের এই চিন্তাধারার সহিত শরীক নাই, তাই আমাদের কিছু কি ক্ষতি হইবে? কিন্তু ইহাতে আপনারাও আল্লাহর পাকড়াও এবং শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবেন না। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, যখন মন্দকাজ প্রবল হইবে।

অপর এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা কোন এক গ্রামকে উল্টাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, ইয়া আল্লাহ! এই গ্রামে এমন একজন ব্যক্তি রহিয়াছে যে কখনও গোনাহ করে নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু আমার নাফরমানী হইতেছে দেখিয়াও তাহার কপালে কখনও বিরক্তির ভাঁজ পড়ে নাই।

বস্তুতঃ ওলামায়ে কেরামকে এই সমস্ত কারণই নাজায়েয কাজ দেখিলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে বাধ্য করে। আমাদের মুক্ত চিন্তাধারার লোকেরা যাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া আখ্যায়িত করেন। আপনারা নিজেদের প্রশস্ত চিন্তাধারা ও উদার স্বভাবের উপর নিশ্চিত থাকিবেন না।

কেননা এই দায়িত্ব শুধু আলেম সমাজের উপরই ন্যস্ত নহে বরং ইহা এইরূপ প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব। যে কোন নাজায়েয কাজ হইতে দেখিয়া বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহাতে বাধা দেয় না। বেলাল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, গোনাহ যখন গোপনে করা হয় তখন উহার দায়-দায়িত্ব কেবল ঐ গোনাহগার ব্যক্তির উপরই আসে। আর যখন প্রকাশ্যে হয় এবং উহাতে বাধা না দেওয়া হয় তখন উহার শাস্তি ব্যাপক হইয়া যায়।

২৮নং হাদীস : আপনি যদি ইতিহাসপ্রিয় হন এবং যেখানে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় আপনি উহা সংগ্রহ করার জন্য সফর করেন তবে কুরআন শরীফে বিগত যুগের সকল নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য কিতাবসমূহের বিকল্প মওজুদ রহিয়াছে।

২৯নং হাদীস : আপনি যদি এইরূপ উচ্চমর্যাদা লাভের আকাংখা করেন যে, নবীদেরকে আপনার মজলিশে বসার ও শরীক হওয়ার হুকুম করা হউক, তবে ইহাও শুধু কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যেই মিলিবে।

৩০নং হাদীস : আপনি যদি এতই অলস হন যে কোন কাজই করিতে পারেন না, তবে বিনা পরিশ্রম ও বিনা কষ্টে মর্যাদা লাভও শুধু কুরআন শরীফের মধ্যে মিলিবে। কোন মন্তবে বসিয়া চুপচাপ বাচ্চাদের কুরআন শরীফ পড়া শুনিতে থাকুন এবং বিনা কষ্টে সওয়াব লাভ করিতে থাকুন।

৩১নং হাদীস : আপনি যদি বৈচিত্র্যপ্রিয় হইয়া থাকেন, কোন এক বিষয় বিরক্তি আসিয়া যায় তবে কুরআনে কারীমের অর্থের মধ্যে বিভিন্ন রকম ও বিচিত্র বিষয়াবলীর জ্ঞান অর্জন করুন। কোথাও রহমতের আলোচনা, কোথাও আজাবের আলোচনা, কোথাও কিচ্ছা-কাহিনী, কোথাও হুকুম-আহকাম। আবার তেলাওয়াতের অবস্থায় কখনও জোরে ও কখনও আস্তে পড়ুন।

৩২নং হাদীস : আপনার গোনাহ যদি সীমা ছাড়িয়া গিয়া থাকে আর আপনার মৃত্যুর একীন রহিয়াছে তাহা হইলে কুরআন তেলাওয়াতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিবেন না। কেননা, কুরআনে কারীমের ন্যায় সুপারিশকারী পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু কুরআনে কারীমের সুপারিশ গৃহীত হওয়া নিশ্চিত।

৩৩নং হাদীস : অনুরূপভাবে আপনি যদি এত বেশী পদমর্যাদাসম্পন্ন হইয়া থাকেন যে, ঝগড়াটে মানুষকে ভয় পান এবং লোকদের ঝগড়ার ভয়ে আপনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে কুরআনের অভিযোগকে ভয় করুন। কেননা, কুরআনের চাইতে বেশী ঝগড়াটে

আপনি আর কাহাকেও পাইবেন না। দুই পক্ষের ঝগড়ার মধ্যে প্রত্যেকের কোন না কোন সমর্থক থাকে। কিন্তু কুরআনের ঝগড়ার মধ্যে তাহার দাবীকেই সমর্থন করা হয়, সকলে তাহাকে সত্যবাদী বলিবে। আর আপনার কোন সমর্থনকারী থাকিবে না।

৩৪নং হাদীস : আপনি যদি এমন একজন পথপ্রদর্শক চাহেন যে আপনাকে প্রিয়জনের বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে তবে আপনি কুরআন তেলাওয়াত করুন। আপনি কারারুদ্ধ হওয়ার ভয় করেন তবে সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত আপনার কোন গত্যস্তুর নাই।

৩৫নং হাদীস : আপনি যদি নবী রাসূলগণের এলেম লাভ করিতে চান এবং উহার আকাঙ্ক্ষী ও আগ্রহী হন তবে কুরআন তেলাওয়াত করুন এবং এই বিষয়ে যত ইচ্ছা যোগ্যতা অর্জন করুন। আপনি যদি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য জীবন দিতে তৈয়ার থাকেন তবে বেশী বেশী কুরআন কারীমের তেলাওয়াত করুন।

৩৬নং হাদীস : যদি আপনার চঞ্চল মন সর্বদা শিমলা ও মনসুরীর চূড়াতেই ভ্রমণ করার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় এবং শত প্রাণে হইলেও আপনি একটি পাহাড়ে ভ্রমণের জন্য কুরবান, তবে কুরআনে কারীম এমন এক সময় আপনাকে মুশকের পাহাড়ে ভ্রমণ করাইবে যখন সবাই নাফসী নাফসী বলিবে।

৩৭, ৩৮ ও ৩৯নং হাদীস : আপনি যদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ত্যাগীদের সর্বোচ্চ তালিকাভুক্ত হইতে চাহেন এবং রাতদিন নফল এবাদত হইতে আপনার অবসর নাই, তবে জানিয়া রাখুন কুরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উহার চাইতে অগ্রগামী।

৪০নং হাদীস : আপনি যদি দুনিয়ার সর্বপ্রকার ঝগড়া-ফাসাদ হইতে মুক্ত থাকিতে চান এবং সমস্ত ঝগড়াট হইতে দূরে থাকিতে পছন্দ করেন তবে একমাত্র কুরআনের মধ্যেই উহা হইতে মুক্তি রহিয়াছে।

### পরিশিষ্ট হাদীস

১নং হাদীস : আপনি যদি কোন চিকিৎসকের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চান তবে সূরায়ে ফাতেহায় প্রত্যেক রোগের শেফা রহিয়াছে।

২নং হাদীস : যদি আপনার সীমাহীন প্রয়োজনসমূহ পূরা না হয়, তাহা হইলে আপনি প্রতিদিন সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত করেন না কেন?

৩নং হাদীস : টাকা পয়সার সহিত যদি আপনার এতই ভালবাসা

থাকিয়া থাকে যে, ইহা ছাড়া আপনি আর কিছু বুঝেন না তবে আপনি প্রতিদিন সূরায়ে ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করেন না কেন?

৪নং হাদীস : আপনি যদি সর্বদা কবরের আজাবে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন আর উহা সহ্য করিবার ক্ষমতা আপনার নাই তবে উহার জন্যও কালামে পাকের মধ্যে মুক্তি রহিয়াছে।

৫নং হাদীস : আপনার যদি এমন কোন স্থায়ী কাজের প্রয়োজন হয় যাহাতে আপনার মূল্যবান সময় কাটিবে তবে উহার জন্য কুরআনে পাক হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু मिलিবে না।

৬-৭নং হাদীস : কিন্তু এমন যেন না হয় যে, এই সম্পদ লাভ হওয়ার পর ছিনাইয়া নেওয়া হইল, কেননা রাজত্ব লাভ হওয়ার পর হারাইয়া যাওয়া বড়ই আফসোস ও ক্ষতির বিষয় হইয়া থাকে। আর এমন কোন কাজও যেন না হয় যাহাতে নেকী বরবাদ ও গোনাহ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

আমার মত অধম কুরআনে কারীমের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব সম্পর্কে কতটুকু আর অবগত হইতে পারে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানানুসারে বাহ্যতঃ যতটুকু বুঝে আসিয়াছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার পথ খুলিয়া গিয়াছে। কেননা মহব্বত ও ভালবাসার উপকরণ বিশেষজ্ঞদের মতে পাঁচটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। (১) স্বীয় অস্তিত্ব। কেননা স্বভাবতঃ মানুষ ইহাকে ভালবাসে। আর কুরআনে কারীমে যেহেতু বিপদাপদ হইতে নিরাপত্তা রহিয়াছে। কাজেই উহা আপন হায়াত ও স্থায়ীত্বের কারণ (২) স্বভাবতঃ মিল ও সম্পর্ক। যাহার ব্যাপারে ইহার চেয়ে অধিক পরিষ্কারভাবে আর কি বলিতে পারি যে, কুরআন সিফাতে ইলাহী। আর মালিক ও মালিকাধীনের, মনিব ও গোলামের পরস্পরে যে মিল ও সম্পর্ক রহিয়াছে উহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই অজানা নহে।

بست رب الناس را با جان ناس  
آصال بے تکلیف و بے قیاس  
دل میں ہر اک کے رسانی ہے اے  
سب سے ربط آشنائی ہے اے

মানুষের পরওয়ারদিগারের সহিত মানুষের প্রাণের এমন সম্পর্ক রহিয়াছে যাহা ব্যক্ত করা যায় না ; ধারণা করা যায় না। সকলের সহিত তাহার পরিচয় ও সম্পর্ক রহিয়াছে, সকলের অন্তরে তিনি পৌছিতে পারেন। (৩) সৌন্দর্য। (৪) গুণ। (৫) ইহসান ও অনুগ্রহ।

এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসসমূহের আলোকে যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে সৌন্দর্য ও গুণ সম্পর্কে আমার মত স্বল্প জ্ঞানীর বর্ণনার উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নিঃসংকোচে

এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিবেন যে, সম্মান ও গৌরব, শান্তি ও আনন্দ, সৌন্দর্য ও গুণাবলী, দয়া ও অনুগ্রহ, তৃপ্তি ও আরাম, ধন ও দৌলত, মোটকথা এমন কোন বিষয় পাইবেন না যাহা মহব্বতের উপকরণ হইতে পারে, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব সহকারে উহার সকল বিষয়ের উপর কুরআন শরীফকে প্রাধান্য দেন নাই। তবে পর্দায় ঢাকা থাকা দুনিয়ার নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধিমান লোক লিচুর কাঁটায়ুক্ত খোসার কারণে সুস্বাদু মগজ খাওয়া হইতে বিরত থাকে না। কোন আত্মহারা প্রেমিক তাহার প্রিয়তমাকে পর্দায় ঢাকা থাকার কারণে ঘৃণা করে না বরং পর্দা সরাইয়া তাকে দেখার চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতে সক্ষম না হয় তবে পর্দার উপর দিয়া দেখিয়াই চক্ষু শীতল করিয়া নিবে। যখন নিশ্চিত হইয়া যাইবে যে, যাহার জন্য বৎসরের পর বৎসর অধির আগ্রহে রহিয়াছি, সে এই চাদরের ভিতর রহিয়াছে, তখন ঐ চাদর হইতে তাহার দৃষ্টি সরা অসম্ভব হইবে।

অনুরূপভাবে কুরআনে পাকের এই সকল ফযীলত, মহত্ব, সৌন্দর্য মওজুদ থাকার পরও যদি কোন পর্দা ও অন্তরালের কারণে উপলব্ধি না হয় তবে ইহা হইতে বিমুখ হওয়া কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। বরং স্বীয় ক্রটির জন্য আফসোস করিবে এবং কুরআনের মহত্বের বিষয়ে চিন্তা করিবে।

হযরত ওসমান (রাযিঃ) ও হযরত হুযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, অন্তর যদি নাপাকী হইতে পাক হইয়া যায় তবে কালামুল্লাহ তেলাওয়াতের দ্বারা কখনও তৃপ্ত হইবে না।

হযরত ছাবেত বুনাঈ (রহঃ) বলেন, বিশ বৎসর আমি খুব কষ্ট করিয়া কুরআনে কারীম পড়িয়াছি এবং বিশ বৎসর যাবত আমি উহার শীতলতা লাভ করিতেছি। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি গোনাহ হইতে তৌবা করতঃ চিন্তা করিবে সে কালামে পাককে এই কথার প্রমাণকারী পাইবে—

آية خوبال همه دارند توبتهاداری

অর্থাৎ, সকলে মিলিয়া যে সৌন্দর্য রাখে তুমি একাই তাহা ধারণ কর।  
হায়! এই সমস্ত শব্দ যদি আমার জন্যও প্রযোজ্য হইত, তবে কতই না ভাল হইত!

পাঠকদের কাছে আমি ইহাও আরজ করিব, তাহারা যেন লেখকের প্রতি লক্ষ্য না করেন, কেননা আমার অযোগ্যতা যেন আপনাদেরকে মহান উদ্দেশ্য হইতে বিরত না রাখে। বরং আমার কথার প্রতি লক্ষ্য করুন

এবং এই সমস্ত কথা আমি যেখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি উহার প্রতি লক্ষ্য করুন। আমি তো মাঝখানে কেবল পৌছানোর মাধ্যম মাত্র। এই পর্যন্ত পৌছার পর আল্লাহ পাকের জন্য মোটেও অসম্ভব নয় যে, তিনি কোন অন্তরে কুরআন পাক হেফয করার আগ্রহ পয়দা করিয়া দেন। সুতরাং যদি ছোট শিশুকে কুরআন হেফজ করাইতে চান তাহা হইলে তাহার শৈশবই ইহার জন্য সাহায্যকারী হইবে অন্য কোন আমলের প্রয়োজন নাই। আর যদি কেহ বড় হইয়া হেফজ করিতে চায় তবে তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো একটি পরীক্ষিত আমল লিখিয়া দিতেছি, যাহা তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত আলী (রাযিঃ) আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হউক, কুরআন পাক আমার সিনা হইতে বাহির হইয়া যায়, যাহা মুখস্থ করি তাহা ভুলিয়া যাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এমন নিয়ম বাতাইয়া দিব যাদ্বারা তুমি নিজেও উপকৃত হইবে আর যাহাকে শিখাইবে সেও উপকৃত হইবে। আর যাহা কিছু তুমি শিখিবে তাহা ভুলিবে না। হযরত আলী (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন জুমআর রাত্র (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র) আসিবে তখন সম্ভব হইলে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিবে এবং ইহা খুবই উত্তম। এই সময় ফেরেশতারা নাযিল হয়। এই সময়ে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়, এই সময়ের অপেক্ষায়ই হযরত ইয়াকুব (আঃ) আপন ছেলেদিগকে বলিয়াছিলেন, “অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আপন রবের নিকট এস্তেগফার করিব।” অর্থাৎ, জুমআর রাত্রে। যদি ঐ সময় জাগ্রত হওয়া সম্ভব না হয় তবে অর্ধ রাত্রে আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে শুরু রাত্রেই দাঁড়াইয়া চার রাকাত নফল নামায এই নিয়মে পড়িবে—

প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করার পর সূরায়ে ইয়াসীন পড়িবে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে দুখান পড়িবে, তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে আলিফ লাম মীম সেজদা পড়িবে এবং চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে মুলক পড়িবে। ‘আন্তাহিয়াত’ শেষ করার পর (নামায শেষ করিয়া) আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করিবে, তারপর আমার প্রতি দরদ পাঠ করিবে। সমস্ত নবীর প্রতি



দোয়াটি এই—

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَدَدَ  
 خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ  
 وَمِدَادَ كَلِمَتِهِ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِي  
 ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ  
 عَلَى نَفْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
 وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ  
 الْأُمِّيِّ الْمُهَاشِقِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَ  
 أَصْحَابِهِ الْبُرْقِ الْكَلَامِ وَعَلَى  
 سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
 وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ رَبَّنَا  
 اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ  
 سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ  
 فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا  
 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ  
 اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ

অতঃপর ঐ দোয়া পড়িবে যাহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে শিখাইয়াছেন। উহা এই—

اے اللہ العالمین مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں گفت نہ اٹھاؤں، اور اپنی مضیقت میں خوش نظری نہ حرکت فرما اے اللہ زمین اور آسمان کے لئے نمونہ پیدا کرنے والے اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے اے اللہ اے رحمن میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنی کلام پاک مجھے سکھادی اسی

طَحَّ اس کی یاد بھی میرے دل سے چپاں  
کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کر میں اس  
کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو  
جاوے۔ اے اللہ زمین اور آسمانوں کے  
بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور  
بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے  
مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن  
اے اللہ! رحمن میں تیری بزرگی اور تیری  
ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا  
ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور  
سے منور کر دے اور میری زبان کو اس پر  
جاری کر دے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے اور میرے سینے  
کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے کہ حق  
پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں  
کر سکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی، مگر اللہ بڑا  
بزرگی والے کی مدد سے۔

অর্থ : হে সমগ্র জগতের মাবুদ! আপনি আমার প্রতি রহম করুন  
যেন যতদিন জীবিত থাকি আমি গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি।  
আমার প্রতি আরও রহম করুন যেন আমি অনর্থক বিষয়ে কষ্ট না করি।  
আর আপনার সন্তুষ্টিজনক বিষয়ে সুদৃষ্টি নসীব করুন। হে আল্লাহ!  
নমুনাবিহীন আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ব ও মহিমার অধিকারী,  
এমন ইচ্ছত বা প্রতাপের অধিকারী যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও  
অসম্ভব হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার  
নূরের ওসীলায় আপনার কাছে দরখাস্ত করিতেছি যে, যেভাবে আপনি  
আপনার কালামে পাক আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে উহার স্মরণও  
আমার অন্তরে গাঁথিয়া দিন। আর আপনি আমাকে উহা এমনভাবে পড়ার  
তৌফিক দান করুন যেমনিভাবে পড়িলে আপনি খুশী হইবেন। হে  
আল্লাহ! নমুনাবিহীন আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ব ও মহিমার

মালিক, এমন ইচ্ছত বা প্রতাপের মালিক যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও  
অসম্ভব। হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার  
নূরের ওসীলায় আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপন কিতাবের নূরের  
দ্বারা আমার দৃষ্টিকে আলোকিত করিয়া দিন আর আমার যবানকে উহার  
উপর চলমান করিয়া দিন এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের  
সন্তুর্কীর্ণতাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার বক্ষকে খুলিয়া দিন, আমার  
শরীর হইতে গোনাহের ময়লা ধৌত করিয়া দিন। হক বিষয়ে আপনি  
ব্যতীত আর কেহই সাহায্যকারী নাই, আর আপনি ছাড়া আমার এই আশা  
অন্য কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। মহান আল্লাহর मदद ও সাহায্য ব্যতীত  
গোনাহ হইতে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি লাভ হইতে পারে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে  
আলী! তুমি তিন জুমআ অথবা পাঁচ জুমআ অথবা সাত জুমআ পর্যন্ত  
এই আমল করিবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমার দোয়া কবুল হইবে। ঐ  
সত্তার কসম যিনি আমাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন কোন মুমেনের  
দোয়াই বৃথা যাইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পাঁচ জুমআ বা সাত জুমআ  
অতিবাহিত হওয়ার পরই হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!  
ইতিপূর্বে আমি প্রায় চার আয়াত করিয়া পড়িতাম তাহাও মুখস্থ থাকিত  
না। এখন আমি প্রায় চল্লিশ আয়াত করিয়া পড়ি আর তাহা এমনভাবে  
মুখস্থ হইয়া যায় যেন কুরআন শরীফ আমার সম্মুখে খুলিয়া রাখা  
হইয়াছে। পূর্বে আমি হাদীস শুনিতাম, আবার যখন উহা পুনরায় বলিতাম  
ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এখন বহু হাদীস শোনার পরও যখন অন্যের কাছে  
বর্ণনা করি তখন একটি অক্ষরও ছুটে না।

আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর রহমতের ওসীলায় আমাকেও কুরআন  
হাদীস মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন, আপনাদিগকেও দান করুন।

وَصَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

### উপসংহার

উপরে যে চল্লিশ হাদীস লেখা হইয়াছে উহা একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর  
সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে সংক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। যেহেতু



কারণ হইয়া থাকে তাই মালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।  
নতুবা উদ্দেশ্য হইল হজ্জের শর্তসমূহ যদি পাওয়া যায় তবে হজ্জ করিবে।

১৩. দৈনিক বার রাকাত সুনতে মুয়াক্কাদা আদায় করিবে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা অন্য হাদীসে এইরূপ আসিয়াছে—ফজরের ফরযের আগে দুই রাকাত, যোহরের ফরযের আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকাত এবং এশার ফরযের পরে দুই রাকাত।

১৪. বিতরের নামায কোন রাতেই তরক করিবে না। (যেহেতু এই নামাযের গুরুত্ব সুনতে মুয়াক্কাদার চাইতেও বেশী তাই এত তাকিদের সহিত বলিয়াছেন।)

১৫. আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না।

১৬. পিতামাতার অবাধ্যতা করিবে না।

১৭. জুলুম করিয়া ইয়াতিমের মাল খাইবে না। (অর্থাৎ, যদি কোন কারণে এতীমের মাল খাওয়া জায়েয হয় যেমন কোন কোন অবস্থাতে হইয়া থাকে তবে কোন দোষ নাই।)

১৮. শরাব পান করিবে না।

১৯. যিনা করিবে না।

২০. মিথ্যা কসম খাইবে না।

২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

২২. নফসের খাহেশ অনুযায়ী চলিবে না।

২৩. মুসলমান ভাইয়ের গীবত করিবে না।

২৪. সচ্চরিত্রা মহিলাকে অপবাদ দিবে না। (এমনিভাবে সচ্চরিত্র পুরুষকেও না।)

২৫. মুসলমান ভাইয়ের সহিত বিদ্বেষ রাখিবে না।

২৬. খেলাধুলায় লিপ্ত হইবে না।

২৭. রং-তামাশায় অংশগ্রহণ করিবে না।

২৮. কোন খাটো লোককে দোষ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে খাটো বলিবে না। (অর্থাৎ যদি কোন নিন্দাসূচক শব্দ এইরূপ প্রচলিত হইয়া থাকে যে, উহা বলার দ্বারা দোষ বুঝায় না এবং দোষের নিয়তে বলাও হয় না, যেমন কাহারো নাম বুদ্ধি বলিয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এমতাবস্থায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা জায়েয নাই।)

২৯. কাহাকেও উপহাস করিবে না।

৩০. মুসলমানদের মধ্যে চোগলখোরী করিবে না।

৩১. সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করিবে।

৩২. বালা-মুসীবতে সবার করিবে।

৩৩. আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভয় হইবে না।

৩৪. আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না।

৩৫. বরং তাহাদের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবে।

৩৬. আল্লাহর কোন মখলুককে লা'নত করিবে না।

৩৭. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এর ওয়ীফা বেশী বেশী পড়িবে।

৩৮. জুমআ এবং দুই ঈদে উপস্থিত হওয়া ছাড়িবে না।

৩৯. এই একীন ও বিশ্বাস রাখিবে যে, শান্তি বা কষ্ট যাহা তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে উহা তকদীরে ছিল যাহা হটিবার ছিল না, আর যাহা পৌঁছে নাই উহা কখনও পৌঁছার ছিল না।

৪০. কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত কখনও ছাড়িবে না।

সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ যদি এই হাদীস মুখস্থ করে তবে তাহার কি সওয়াব লাভ হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আশ্বিয়া (আঃ) এবং ওলামায়ে কেরামের সহিত তাহার হাশর করিবেন।

আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া আমাদিগকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে তাঁহার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন তবে ইহা তাঁহার দয়ার কাছে অসম্ভব কিছু নহে।

পাঠক ভাইদের কাছে আমার সবিনয় আরজ যে, তাহারা এই অধমকেও নেক দোয়ার দ্বারা সাহায্য করিবেন।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী উফিয়া আনহ  
মুকীম : মাজাহিরুল উলূম, সাহারানপুর  
২৯শে যিলহজ্জ, ১৩৪৮ হিজরী  
বৃহস্পতিবার।

## সূচীপত্র ফাযায়েলে যিকির

বিষয়

পৃষ্ঠা

### প্রথম অধ্যায়

#### ফাযায়েলে যিকির

প্রথম পরিচ্ছেদ : যিকির সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ	৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যিকির সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বর্ণনা ...	২৩

### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### কালেমায়ে তাইয়েবা

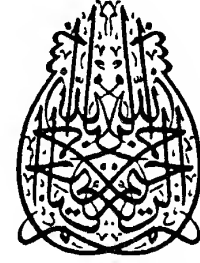
প্রথম পরিচ্ছেদ	৯২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১০৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১০৮

### তৃতীয় অধ্যায়

#### কালেমায়ে ছুওমের ফাযায়েল

প্রথম পরিচ্ছেদ	১৮৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২২১
পরিশিষ্ট	২৭৭

॥ ॥ ॥



نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَبَائِعِهِ  
حَبَلَةَ الْكَرِيمِ الْقَوِيمِ

### ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র নামের মধ্যে যে বরকত, লজ্জত, স্বাদ, আনন্দ ও শান্তি রহিয়াছে, তাহা এমন কোন ব্যক্তির নিকট অস্পষ্ট নহে, যে কিছুদিন এই পাক নামের যিকির করিয়াছে এবং দীর্ঘ সময় উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই পবিত্র নাম অন্তরের সুখ ও শান্তির কারণ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন :

الْأَبْدُ كُرَّ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ (সূরা রুদ-২০)

অর্থ : তোমরা ভালভাবে বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালা যিকির (-এর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, ইহার) দ্বারা অন্তর শান্তি লাভ করে।

(সূরা রাদ, আয়াত : ২৮)

বর্তমান দুনিয়াতে পেরেশানী ব্যাপক হইয়া গিয়াছে ; সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রতিদিন চিঠিপত্রের মাধ্যমে লোকেরা বিভিন্ন পেরেশানী ও অশান্তির খবর লিখিয়া পাঠাইতেছে। এই কিতাবের উদ্দেশ্য হইল, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে পেরেশান লোকেরা যেন নিজেদের চিকিৎসা ও ঔষধ জানিয়া লইতে পারে এবং সৌভাগ্যবান লোকেরা যেন আল্লাহর যিকিরের মাহাত্ম্য জানিয়া লাভবান হইতে পারে। আর ইহাও অসম্ভব নহে যে, এই কিতাবের ওসীলায় কোন বান্দা অথলাসের সহিত আল্লাহর নাম লইবার তাওফীক পাইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে আমি অধম ও বেআমলের জন্য ইহা এমন সময় কাজে আসিবে যখন একমাত্র আমলই কাজে আসিয়া থাকে। হাঁ, আল্লাহ তায়ালা যদি কাহাকেও আমল ছাড়াই নিজ রহমতে নাজাত দিয়া দেন, তবে উহা ভিন্ন কথা।



এই কিতাব লেখার পিছনে ইহাও একটি বিশেষ কারণ যে, আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)কে আল্লাহ তায়ালা দীন প্রচারের ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতা ও জয্বা দান করিয়াছেন। তাঁহার তবলীগে-দ্বীনের যে তৎপরতা বর্তমানে ভারতের সীমান্ত পার হইয়া সুদূর হেজাজ পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে, উহার এখন আর কাহারও পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। উহার সুফল দ্বারা সাধারণভাবে ভারত ও বহির্ভারত এবং বিশেষ করিয়া মেওয়াতবাসীগণ যে কি পরিমাণ উপকৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা ওয়াকিফহাল মহলের নিকট অজানা নাই। তাঁহার তবলীগী উসূলগুলি এমনই মজবুত ও পরিপক্ব যে, স্বভাবতই এইগুলির সুফল ও বরকত নিশ্চিত। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি হইল, মোবাল্লেগগণ আল্লাহর যিকিরের প্রতি যত্নবান হইবে। বিশেষতঃ তবলীগের কাজ করার সময়গুলিতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করিতে থাকিবে। তাঁহার এই নীতির বরকত ও কল্যাণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং বহু মানুষের মুখে নিজ কানে শুনিয়াছি। এইজন্য যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমি নিজেই অনুভব করি। তদুপরি যাহারা এ যাবত শুধু হুকুম পালনার্থে যিকিরের এহতেমাম করিয়া আসিতেছে তাহাদের নিকট যিকিরের ফাযায়েল পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় চাচাজানও আমাকে হুকুম করিয়াছেন। ইহাতে যিকিরের ফাযায়েল ও পুরস্কারের কথা জানিয়া এবং আল্লাহর যিকির যে কত বড় নেয়ামত ও কত বড় দৌলত—এই উপলব্ধি লইয়া স্বতঃস্ফূর্ত মনে আগ্রহের সহিত তাহারা আল্লাহর যিকির করিবে।

যিকিরের সমস্ত ফাযায়েল বর্ণনা করা আমার মত সম্বলহীনের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয় ; এমনকি বাস্তবেও ইহা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে এই কিতাবে মাত্র কয়েকখানি রেওয়ায়েত পেশ করিতেছি। প্রথম অধ্যায় : সাধারণ যিকিরের ফাযায়েল। দ্বিতীয় অধ্যায় : সর্বোত্তম যিকির কালেমায়ে তাইয়েবার ফাযায়েল। তৃতীয় অধ্যায় : কালেমায়ে ছুওম অর্থাৎ তসবীহে ফাতেমীর ফাযায়েল।

## প্রথম অধ্যায় ফাযায়েলে যিকির

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র নামের যিকির সম্বন্ধে যদি কোন আয়াত বা হাদীসে-নববী নাও আসিত তবুও সেই প্রকৃত দাতার যিকির এমনই যে, বান্দার জন্য এক মুহূর্তও উহা হইতে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কেননা, ঐ পবিত্র সত্তার দান ও অনুগ্রহ প্রতি মুহূর্তে বান্দার উপর এত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইতেছে যে, না উহার কোন শেষ আছে, না কোন তুলনা হইতে পারে। এইরূপ মহান দাতাকে স্মরণ করা, তাহার যিকির করা, তাহার শোকর ও অনুগ্রহ স্বীকার করা একটি স্বভাবজাত বস্তু। কবি বলেন :

خداوند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہرآن میں

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা লাখো দয়া ও এহসান আমার উপর প্রতি মুহূর্তে বর্ষিত হইতেছে ; তাঁহারই জন্য আমার জান কুরবান।

তদুপরি এই পবিত্র যিকিরের প্রতি প্রেরণা ও উৎসাহ দানে যখন কুরআন, হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অসংখ্য বাণী ও ঘটনা ভরপুর রহিয়াছে, তখন আল্লাহর যিকিরের নূর ও বরকতের যে শেষ নাই তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি আমরা এই মোবারক যিকির সম্পর্কে প্রথমতঃ কিছু আয়াত ও পরে কিছু হাদীস পেশ করিতেছি।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### যিকির সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ

① فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَ لَأَتَّعِفَنَّكُمْ ۖ (سورة بقره ১৮৬)  
ہیں تم میری یاد کرو (میرا ذکر کرو) میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو

① অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর (অর্থাৎ আমার যিকির কর)। আমি তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব। তোমরা আমার শোকর আদায় কর ; আমার না-শোকরী করিও না।



﴿۷﴾ فَأَذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُوا  
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ  
جب تم نماز خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے، پوری  
کر چلو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ کھڑے بھی بیٹھے

بھی اور لیٹے بھی کسی حال میں بھی اس کی یاد اور  
اس کے ذکر سے غافل نہ ہو (سورہ نسا رکوع ۱۵)

﴿۹﴾ یখন تو مورا (بزیور) ناما ی پڈیا نیاھ، اখন تو مورا  
آللاھر ییکیرے مںشول ہایا یاو۔ داڈایا او آللاھر ییکیر کر،  
بسیا ییکیر کر اےو شویا او ییکیر کر۔ (موٹکھا، کون ابھتاتے ای  
آللاھر سمرن او تاہار ییکیر ہایتے گا فیل ہایو نا)۔

﴿۸﴾ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا  
كَمَا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا  
رُمنافقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز  
کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے  
ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھا  
ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں  
ہی تھوڑا سا۔ (سورہ نسا رکوع ۲۱)

﴿۷﴾ (مونا فیکدےر ابھتاتے ای یے،) یখন تاہارا ناما یے داڈای،  
تখন خوب ای الساتار سہیت داڈای۔ تاہارا مانوشرے سامنے  
نیجےدےرکے ناما یی رپے دےکھا ی۔ تاہارا آللاھر ییکیر خوب کم ای  
کریا تھاکے۔

﴿۹﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ  
بَيْنَكُمْ الْفِتْنَةَ وَالْبَغْضَاءَ  
فِي الْخَيْرِ وَالسَّيْرِ  
يَصَّدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْهَوُونَ  
شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور ہونے  
کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض  
پیدا کرے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک  
نے بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز  
آ جاؤ گے۔ (سورہ مائدہ رکوع ۱۲)

﴿۵﴾ شایان ہای چای یے، شراب او جویار دھارا تو مادیےرے پر سہارے  
دو شمنی او ہینسا پددا کریا دیے اےو تو مادیگے ییکیر او ناما ی  
ہایتے فیرایا راخیوے۔ بل، اখন او کی تو مورا (ایسب مند کا ج  
ہایتے) فیریا آسیرے؟

﴿۱۰﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ  
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  
يُرِيدُونَ حِجَّةً  
اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے  
جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں،  
جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔ (سورہ انعام ۶۷)

﴿۱۰﴾ یاہارا سکاں-سکھا آپن پروریار دےگارکے ڈاکیتے تھاکے  
یادھارا تاہارے سڈھیتی کامنا کرے۔ تاہادیگے آپن سہی مجلیس  
ہایتے پٹھ کریا دیبے نا۔

﴿۱۱﴾ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
(سورہ اعراف رکوع ۱۲)  
اور پکارا کرو اس کو (یعنی اللہ کو) خالص کرتے  
ہوتے اس کے لئے دین کو۔

﴿۱۱﴾ آللاھر جنی تو مادیےر دینکے خالےھ راخیا تاہاکے  
ڈاکیتے تھاکے۔

﴿۱۲﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  
إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُتَعَبِّدِينَ  
تُسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ  
(سورہ اعراف رکوع ۷)  
تم لوگ پکارتے ہو اپنے رب کو عاجزی کرتے  
ہوئے اور چپکے چپکے (خفی،) بیشک حق تعالیٰ  
شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں  
اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر  
دی گئی فساد نہ پھیلے اور اللہ کے شانہ کو پکارا  
کر خوف کیساتھ (عذاب سے) اور طمع کے ساتھ  
میں، بیشک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت  
قریب ہے۔

﴿۱۲﴾ تو مورا بینےر سہیت اےو چوپے چوپے تو مادیےرے ربکے  
ڈاکیتے تھاکے۔ نیسحی آللاھ تاہالا سیم لنگھنکاریدےرکے پھند  
کرنے نا۔ آر تو مورا جمینے فاساد سڈھیتی کر او نا ڈھار سہسکار  
کریا دےو یار پر۔ تو مورا آللاھر ابادت کریتے تھاکے (آجاوےر)  
بزی او (رہمتےر) آشا سہکارے۔ نیسحی آللاھر رہمت نککار دےر  
اتی نکٹے۔

﴿۱۳﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ  
بِهَا  
اللہ ہی کے واسطے میں اچھے اچھے نام ہیں  
ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ (سورہ اعراف ۱۴)

﴿۱۳﴾ آر آللاھرے جنی بال بال نام سہی رہیا ہے۔ سو ترا  
سے ہی نام سہی دھارا آللاھکے ڈاکیتے تھاکے۔

اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں اور ذرا دھی  
آواز سے بھی اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور  
اللہ کا خوف بھی ہو ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو  
بھی اور غافلین میں سے نہ ہو۔

১৪) আপন রবকে স্মরণ করিতে থাক নিজ অন্তরে কিছুটা নিম্ন আওয়াজে এবং বিনয় ও ভয়ের সহিত (সর্বদা) সকাল ও সন্ধ্যায়, আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

(۱۵) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ  
اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا  
تَلٰٓىتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ  
اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿١٥﴾  
(سورہ انفال رکوع ۱)

توکل کرتے ہیں (آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے)،  
یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور  
مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے)

১৫) নিশ্চয় ঈমানদারগণ এইরূপ যে, তাহাদের সামনে যখন আল্লাহর যিকির করা হয়, তখন (আল্লাহর মহানত্বের চিন্তা করিয়া) তাহারা ভয় পাইয়া যায়। আর যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ তাহাদের সামনে পড়া হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা আপন রবের উপর তাওয়াক্কল করে।

অতঃপর তাহাদের নামাযের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ করা হইয়াছে : এই সমস্ত লোকই সত্যিকার ঈমানদার। তাহাদের জন্য আপন রবের নিকট উচ্চমর্যাদাসমূহ, গোনাহমাকী ও সন্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو تا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ موتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت

(১৬) যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয় আল্লাহ তায়াল তাহাকে হেদায়াত দান করেন। তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ঈমান আনিয়াছে। তাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে শান্তি লাভ করে। খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, আল্লাহর যিকিরে এইরূপ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, উহার দ্বারা অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

﴿۱۶﴾ قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْلَادُ الْعَزِيزِ  
 اَيُّهَا تَدْعُوهُ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى  
 (سورہ اسراء رکوع ۱۲)

اے فرما دیجئے کہ عزاۃ اللہ کہہ کر پکارو، یا جو کون  
 کہہ کر پکارا جس نام سے بھی پکارو گے (وہی بہتر  
 ہے، کیونکہ اس کے لئے بہت اچھے نام ہیں۔

১৭ আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ বলিয়া ডাক অথবা রহমান বলিয়া ডাক ; যেই নামেই ডাকিবে (উহাই উত্তম)। কেননা, তাঁহার বহু ভাল ভাল নাম রহিয়াছে।

اور جب آپ بھول جاویں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔

১৮ আর যখন (উহা) ভুলিয়া যান, তখন আপন রবকে স্মরণ করিতে থাকুন।

(۱۹) وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ  
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْرِ وَالْعُدْوَانِ  
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ  
عَنَّهُمْ ۚ تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن  
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ  
أَمْرُهُ فَوْطًا ○  
(سورہ کہف - رکوع ۳)

১৯ আপনি নিজেকে তাহাদের সহিত (বসিবার) পাবন্দ করিয়া রাখুন—যাহারা সকাল-সন্ধ্যা আপন রবকে একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টির জন্যই ডাকিতে থাকে এবং পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের খেয়াল করিয়া আপনার দৃষ্টি (মনোযোগ) যেন তাহাদের হইতে সরিয়া না যায়।





করিব না। অবশেষে তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডাকিলেন—আপনি ব্যতীত আর কেহ মাবুদ নাই, আপনি সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র, নিঃসন্দেহে আমি অপরাধী।

اور زکریا (علیہ السلام) کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑو (اور یوں تو) سب وارثوں سے بہتر (اور حقیقی وارث) آپ ہی ہیں۔

(২৮) আর যাকারিয়া (আঃ)এর আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন রবকে ডাকিলেন, হে আমার রব ! আমাকে নিঃসন্তান রাখিবেন না, আর সকল ওয়ারিছ অপেক্ষা আপনিই উত্তম (ও প্রকৃত ওয়ারিছ)।

(۲۹) اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَآ رَعْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ○  
(سورہ انبیاء رکوع ۶)

২৯ নিশ্চয় ইহারা (অর্থাৎ যেই সকল নবীর আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে) নেক কাজের দিকে ধাবিত হইতেন এবং (ছওয়াবের) আশায় ও (আজাবের) ভয়ে আমাকে ডাকিতেন। আর তাহারা সকলেই ছিলেন আমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ী।

(۳۰) وَشَرَّ الْمُحْبِبِينَ ۝ الَّذِينَ  
إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ  
(سورہ حجہ - رکوع ۵)

اور آپ (جنت وغیرہ کی) خوشخبری سنا دیئے گئے الیے  
خُشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ  
کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل (دُرجتے) ہیں۔

৩০ আর আপনি (জান্নাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শুনাইয়া দিন এ সমস্ত বিনয়ী লোকদেরকে—যাহাদের অবস্থা এই যে, যখন আল্লাহর কথা আলোচনা করা হয়, তখন তাহাদের অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

(۳۱) اِنَّهٗ كَانَ فَرِیْقًا مِّنْ عِبَادِی  
 یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاِحْسِنَا  
 اِنَّكَ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ ۝ فَاتَّخَذْتَهُمْ

قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا  
 جائے گا کیا تم کو یاد نہیں، میرے بندوں کا ایک  
 گروہ تھا (جو مجھے پارسے) ہم سے، یوں کہا کرتے تھے

سَخِرْنَا حَتَّىٰ اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ  
كُنْتُمْ مِنْهُمْ قَضْحَكُونَ ○ اِنِّي  
جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا  
اِنَّهُمْ هُمُ الْفَاٰزِرُونَ ○  
(سورہ مؤمنون - رکوع ۶)

৩১ (কেয়ামতের দিন কাফেরদের সহিত এক পর্যায়ে বলা হইবে, আমাদের কি স্মরণ নাই যে,) আমার একদল বান্দা ছিল যাহারা (আমার কট) বলিত, হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমরা ঈমান আনিয়াছি, তএব আমাদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন। ননা, আপনি সমস্ত দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়াবান। তখন তোমরা তাহাদেরকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছ এমনকি এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমাদেরকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। আর তোমরা তাহাদের সহিত সি-তামাশা করিতে। আজ আমি তাহাদিগকে ছবরের পুরস্কার দিয়াছি, হারাই কামিয়াব হইয়াছে।

(۳۲) رَجَالٌ لَا تُلِيهِمْ تِجَارَةٌ  
وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - الآية  
(سورہ نور، رکوع ۵)

৩২ (কামেল ঈমানদারদের প্রশংসা করিয়া বলা হইতেছে যে,) তাহারা এমন লোক যে, কোনরূপ বেচাবিক্রি অথবা কেনাকাটা তাহাদেরকে আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল করিতে পারে না।

﴿۳۳﴾ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (عنکبوت ۵۷) اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

(৩৩) আর নিশ্চয় আল্লাহর যিকির সবচাইতে বড় জিনিস।

(۳۳) تَجَاجَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَقَوْمًا  
رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُونَ ○ فَلَا تَعْلَمُوهُ  
نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ  
أَعْيُنٍ ۖ جَزَاءُ لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○



যাহাকে ইচ্ছা ইহা দ্বারা হেদায়েত করিয়া থাকেন।

﴿۴۱﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
وَلِكُفْرِهِ الْكَافِرُونَ ○ (مومن، رکوٹ)

پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اُس کے  
لئے دین کو، گو کافروں کو ناگوار ہو۔

(৪১) অতএব, তোমরা আল্লাহ তায়ীলাকে খাঁটি ঈমানের সহিত ডাক—যদিও কাফেররা ইহাকে অপছন্দ করে।

﴿۴۲﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿سُورَةُ مُوْمِنُوْنَ﴾ وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں پس تم خاص اعتقاد کر کے اس کو پکارو

(৪২) তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই।  
অতএব, তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে ডাকিতে থাক।

جو شخص رحمان کے ذکر سے (جان بوجھ کر) اندھا ہو جاتے ہیں اس پر ایک شیطان مُسَلَّط کر دیتے ہیں پس وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے (سورہ زمر، رکوع ۴)

(৪৩) আর যেই ব্যক্তি পরম দয়ালুর ষিকির হইতে (জানিয়া বুঝিয়া) অন্ধ হইয়া থাকে, আমি তাহার উপর একটি শয়তান নিযুক্ত করিয়া দেই এবং সে তাহার সঙ্গে থাকে।

﴿۴۴﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ  
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ  
السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ نَجْدٌ  
أَخْرَجَ شَطَاةً فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ  
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْكِهِ لْيُعْجِبَ  
الرَّعَاعَ لَيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ  
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا ○ (سورہ فتح، رکوع ۴) میں اَوَّلُ ضَعْفٍ تھا پھر ذِی قُوَّتٍ بڑھتی گئی اور اللہ نے یہ نشوونما اس لئے دیا، تاکہ ان سے کافروں کو جلائے۔ اللہ نے تو اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔

(৪৪) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, আর যে সমস্ত লোক তাঁহার সাহচর্য পাইয়াছে, তাহারা কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর কিন্তু নিজেদের মধ্যে সদয়। হে শ্রোতা! তুমি তাহাদিগকে দেখিবে কখনও রুকু করিতেছে, কখনও সেজদা করিতেছে এবং আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী কামনায় লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের (অনুনয় বিনয়ের) চিহ্ন তাহাদের চেহারার উপর সেজদার কারণে পরিস্ফুটিত হইয়া আছে। তাহাদের এই গুণাবলী তওরাতে এবং ইঞ্জীলে আছে। যেমন শস্য—সে প্রথমে অংকুর বাহির করিল অতঃপর উহাকে শক্তিশালী করিল, অতঃপর হুটপুট হইল, তৎপর উহা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া গেল। ফলে, উহা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগিল। (তদ্রূপ সাহাবীদের মধ্যে প্রথমে দুর্বলতা ছিল। তারপর দিন দিন তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। (আর আল্লাহ তায়ালা এইভাবে প্রতিপালন ও শক্তি বৃদ্ধি এইজন্য করিয়াছেন) যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিতেছে আল্লাহ তাহাদের সহিত মাগফিরাত এবং বড় প্রতিদানের ওয়াদা করিয়াছেন।

ফায়দা : এই আয়াতের উদ্দেশ্য যদিও স্পষ্টতঃ রুকু, সেজদা ও নামাযের ফযীলত বর্ণনা করা এবং তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে। তবুও কালেমায়ে তাইয়েবার দ্বিতীয় অংশ ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’র ফযীলতও ইহা দ্বারা স্পষ্ট বঝা যাইতেছে।

ইমাম রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেররা চুক্তিপত্রে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ লিখিতে অস্বীকার করিয়া ‘মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ’ লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। তাই উপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এই কথার উপর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই সাক্ষী। আর যেখানে প্রেরক নিজেই স্বীকার করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার দূত সেখানে অন্য কেহ লাঞ্ছনা অস্বীকার করিলেও কিছু আসে যায় না। এই সাক্ষ্যের স্বীকৃতি হিসাবে আল্লাহ তায়ালা ‘মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ’ এরশাদ ফরমাইয়াছেন।

এই আয়াতে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে



هَؤُلَاءِ يُجِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ  
وَزَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ○  
(سورہ دہر رکوع ۲)

اس کی تسبیح کیا کیجئے (مراد اس سے تہجد کی نماز  
ہے، یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں) دنیا سے  
محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے (آنے والے)  
ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

(۵۰) آج سارا دن آپ اپنے رب کے نام لہتے رہیں، رات کو  
کچھ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور صبح کی نماز پڑھیں۔  
(تو اس کا اجر بڑھ جائے گا) (تو اس کا اجر بڑھ جائے گا)  
ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

(۵۱) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ○ وَذَكَرَ  
اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ○ (علیؑ، ۱۰)

بیشک باراد ہو گیا وہ شخص جو بڑے اخلاق  
سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور  
نماز پڑھتا رہا۔

(۵۲) نیکو کامیابی ہوتی ہے جو شخص اپنے رب کے نام لہتے رہے  
اور اپنے رب کے نام لہتے رہے اور اپنے رب کے نام لہتے رہے  
اور اپنے رب کے نام لہتے رہے اور اپنے رب کے نام لہتے رہے

### دوسرا باب

### مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر

مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر  
مذکورہ ہادیسوں کی تفسیر

بہن، کاہارو اور بد-نہج لایا گیا ہے اور آج پڑھا  
تو اس کا اجر بڑھ جائے گا (تو اس کا اجر بڑھ جائے گا)  
اور اس کا اجر بڑھ جائے گا (تو اس کا اجر بڑھ جائے گا)  
اور اس کا اجر بڑھ جائے گا (تو اس کا اجر بڑھ جائے گا)

(۵۰) وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ  
رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ○  
(سورہ جن رکوع ۱)

اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی  
اور اعراض کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت  
عذاب میں داخل کرے گا۔

(۵۱) آج سارا دن آپ اپنے رب کے نام لہتے رہیں، رات کو  
کچھ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور صبح کی نماز پڑھیں۔  
(تو اس کا اجر بڑھ جائے گا) (تو اس کا اجر بڑھ جائے گا)  
ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

(۵۱) وَأَنْتَ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ  
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ  
لِبَدًا ○ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي  
وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ○  
(سورہ جن- ۱۰)

جب خدا کا خاص بندہ (یعنی محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم) خدا کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے  
تو یہ کافر لوگ اس بندہ پر بیڑ لگانے کو ہوجاتے  
ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار  
کی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو  
شریک نہیں کرتا۔

(۵۲) یمن میں اللہ تعالیٰ کا نام لہتے رہیں اور  
اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں  
اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں  
اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں

(۵۲) وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَ  
إِلَيْهِ تَبْتَدُّ ○ (سورہ نزل، ۱۰)

اور آپ اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور  
اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں  
اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں  
اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں

(۵۳) آج سارا دن آپ اپنے رب کے نام لہتے رہیں، رات کو  
کچھ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور صبح کی نماز پڑھیں۔  
(تو اس کا اجر بڑھ جائے گا) (تو اس کا اجر بڑھ جائے گا)  
ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

(۵۳) وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَ  
إِلَيْهِ تَبْتَدُّ ○ (سورہ نزل، ۱۰)

اور آپ اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور  
اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں  
اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں  
اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں اور اپنے رب کا نام لہتے رہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَةٍ خَيْرٌ مِنْهُمَا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَسْتَعِي أَتَيْتُهُ هَرْدَلَةً

হুযর আবু হুরইরাহ রবী'তে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ তায়ালা আমার দিকে যেমন আমার মনে আমার কথা চিন্তা করে, তেমনি আমিও তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হাঁটিয়া আসিতে থাকে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। (তারগীব, দুররে মানসূর, মিশকাত : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ফায়দা : এই হাদীসে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম এই যে, 'বান্দার সহিত তাহার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকি।' ইহার উদ্দেশ্য হইল, সব সময় আল্লাহ তায়ালা দয়া ও মেহেরবানীর আশা করা চাই; তাহার রহমত হইতে কখনও নিরাশ হইতে নাই। অবশ্যই আমরা গোনাহগার; পা হইতে মাথা পর্যন্ত গোনাহের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। নিজের অন্যায় ও পাপকার্যের শাস্তি নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও আল্লাহর রহমত হইতে কখনও নিরাশ হওয়া উচিত হইবে না। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অফুরন্ত দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা আমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। কেননা, তিনি পাক কালামে এরশাদ ফরমাইয়াছেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط

অর্থ : “আল্লাহ তায়ালা শিরকের গোনাহ তো মাফ করিবেন না ; কিন্তু উহা ব্যতীত যাহার জন্য ইচ্ছা করেন যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (সূরা নিসা, আয়াত : ৪৮) তবে অবশ্যই মাফ করিয়া দিবেন এমন কথা বলা যায় না। এইজন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন, ‘ঈমান—আশা ও ভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে।’

হুযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নওজোয়ান সাহাবীর মৃত্যুশয্যা তাহার নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অবস্থায় আছ? সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং নিজের গোনাহের কারণে ভয়ও করিতেছি। হুযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এইরূপ অবস্থায় যাহার দিলের মধ্যে এই দুইটি বস্তু থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহার আশাকৃত বস্তু দান করেন এবং ভয় হইতে তাহাকে নিরাপত্তা দান করেন।

এক হাদীসে আছে, মোমেন বান্দা আপন গোনাহকে এইরূপ মনে করে, যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসিয়া আছে আর পাহাড়টি তাহার



উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অপরপক্ষে ফাসেক ব্যক্তি গোনাহকে এইরূপ মনে করে, যেন তাহার উপর একটি মাছি বসিল আর সে উহাকে উড়াইয়া দিল। অর্থাৎ গোনাহের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। মূলকথা, গোনাহকে গোনাহ মনে করিয়া সেই অনুযায়ী ভয় করা উচিত এবং আল্লাহর দয়া ও রহমত অনুযায়ী আশাও করা উচিত।

হযরত মু'আয (রাযিঃ) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া শহীদ হইয়াছেন। তাহার ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময় তিনি বারবার বেহুঁশ হইয়া যাইতেছিলেন। কখনও হুঁশ ফিরিয়া আসিলে বলিতেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি; আপনার ইজ্জতের কসম করিয়া বলিতেছি, আমার এই মহব্বতের বিষয় আপনার জানা আছে। যখন মৃত্যু একেবারে নিকটবর্তী হইয়া গেল তখন বলিলেন, ওহে মৃত্যু! তোমার আগমন শুভ হউক, কতই না মোবারক মেহমান আসিয়াছে; কিন্তু এই মেহমান অনাহার অবস্থায় আসিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি সর্বদা আপনাকে ভয় করিয়াছি; আজ আমি আপনার কাছে রহমতের আশাবাদী। হে আল্লাহ! আমি জীবনকে মহব্বত করিয়াছি; কিন্তু উহা নহর খনন করার জন্য অথবা বাগান তৈরী করার জন্য নয়; বরং গরমে (রোযা রাখিয়া) পিপাসার কষ্ট সহ্য করার জন্য, দ্বীনের খাতিরে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করার জন্য এবং যিকিরের মজলিসে ওলামায়ে কেরামের নিকটে জমিয়া বসিবার জন্য।

কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'আল্লাহ তায়ালা বান্দার ধারণা অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন' কথাটি শুধু গোনাহমাকীর ব্যাপারেই খাছ নয়। বরং ইহা অন্যান্য অবস্থার জন্যও হইতে পারে। যেমন দোয়া, স্বাস্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা ইত্যাদি সব বিষয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন দোয়ার ব্যাপারে বান্দা যদি একীন করে যে, আমার দোয়া কবুল হয় এবং অবশ্যই কবুল হইবে তবে তাহার দোয়া কবুল হয়। আর যদি ধারণা করে যে, আমার দোয়া কবুল হয় না তবে তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহারই করা হইয়া থাকে। যেমন অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দার দোয়া কবুল হইয়া থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই কথা না বলে যে, আমার দোয়া কবুল হয় না। এইভাবে স্বাস্থ্য, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি সব বিষয়ে একই অবস্থা। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অভাবে পড়িয়া লোকদের নিকট বলিয়া বেড়ায়, তাহার সচ্ছল অবস্থা নসীব হয় না। কিন্তু যদি আল্লাহ পাকের দরবারে কাকুতি মিনতি ও দোয়া করে তবে অতিসত্ত্বর এই অবস্থা দূর হইয়া যাইবে।

তবে এই কথাও বুঝিয়া লওয়া জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালা সহিত ভাল ধারণা এক জিনিস আর ধোকায পড়া অন্য জিনিস। কুরআন পাকে এই বিষয়ে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছেঃ

“لَا يَغْتُرُّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ” “ধোকাবাজ শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোকায না ফেলে।” (সূরা ফাতির, আয়াতঃ ৫)

অর্থাৎ শয়তান যেন এই কথা না বুঝায় যে, গোনাহ করিতে থাক; আল্লাহ গাফুরুর রাহীম তিনি মাফ করিয়া দিবেন। অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছেঃ

اطْلُعُ النَّيِّبَ أَمْ اتَّعَذَّ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَذَابًا كَثِيرًا

“সে কি গায়েবের কথা জানিতে পারিয়াছে, নাকি আল্লাহর সহিত তাহার কোন চুক্তি হইয়া গিয়াছে? এইরূপ কখনও নয়।”

(সূরা মারয়াম, আয়াতঃ ৭৮, ৭৯)

হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয় হইল, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। অন্য হাদীসে আছে, বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে, তাহার ঠোঁট যতক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করিতে থাকে ততক্ষণ আমি তাহার সঙ্গে থাকি। অর্থাৎ আমার খাছ নজর ও তাওয়াজ্জুহ তাহার উপর থাকে এবং আমার বিশেষ রহমত তাহার উপর নাযিল হইতে থাকে।

হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় বিষয় হইল—‘আমি ফেরেশতাদের মাহফিলে আলোচনা করি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা গর্ব করিয়া তাহাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ এই কারণে যে, সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহকে মানা এবং না মানা উভয় প্রকার শক্তিই রাখা হইয়াছে। (যেমন ৮ নম্বর হাদীসে উহার বর্ণনা আসিতেছে।) এমতাবস্থায় মানুষের জন্য আল্লাহকে মানিয়া চলা অবশ্যই গর্বের বিষয়। আল্লাহ তায়ালা গর্বের দ্বিতীয় কারণ হইল, সৃষ্টির শুরুতে ফেরেশতারা আরজ করিয়াছিল, (হে পরোয়ারদেগার!) “আপনি এমন মখলুক পয়দা করিবেন যাহারা দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবী করিবে।” মূলতঃ ইহার কারণও মানুষের মধ্যে সেই সৃষ্টিগত ‘না মানা’র শক্তি বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের মধ্যে মানা না মানার এই দুই শক্তির কোনটাই নাই। এইজন্যই তাহারা আরজ করিয়াছিল, আপনার তসবীহ তাহলীল তো আমরাই করিতেছি। গর্বের তৃতীয় কারণ হইল, মানুষের এবাদত ও এতায়াত বা মানার গুণ ফেরেশতাদের এবাদত-এতায়াত হইতে এইজন্য শ্রেষ্ঠ যে, মানুষ না দেখিয়া আল্লাহর এবাদত করে। আর ফেরেশতারা



জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

‘শরীয়তের হুকুম-আহকাম অনেক’ হওয়ার অর্থ হইল—শরীয়তের প্রত্যেক হুকুমের উপর আমল করা তো জরুরী ; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণতা হাসিল করা এবং সবগুলির মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকা কঠিন। কাজেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে বলিয়া দিন যাহাকে মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারি এবং চলাফেরা, উঠাবসা সর্ব অবস্থায় আমি উহার উপর আমল করিতে পারি।

অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, চারটি জিনিস এমন আছে, যে ব্যক্তি এইগুলিকে হাসিল করিতে পারিবে সে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় ভালাই ও কল্যাণ হাসিল করিতে পারিবে। এক, এমন জিহ্বা যাহা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। দুই, এমন দিল যাহা সর্বদা আল্লাহর শোকরে মশগুল থাকে। তিন, এমন শরীর যাহা কষ্ট সহ্য করিতে পারে। চার, এমন স্ত্রী যে নিজের ইজ্জতের হেফাজত করে এবং স্বামীর সম্পদে খিয়ানত না করে। নিজের ইজ্জতের হেফাজত করার অর্থ হইল, কোন বেহায়াপনা ও অপকর্মে লিপ্ত হয় না।

জিহ্বাকে যিকির দ্বারা তরতাজা রাখার অর্থ অধিকাংশ ওলামায়ে  
কেরাম বেশী বেশী যিকির করা লিখিয়াছেন। প্রচলিত ভাষার মধ্যেও এই  
ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন কেহ কাহারও বেশী প্রশংসা করিলে  
বলা হয়, অমুকের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। কিন্তু অধমের খেয়ালে ইহার  
আরেকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। উহা এই যে, যাহার প্রতি এশক ও মহব্বত  
হয় তাহার নাম লইলে মুখে একপ্রকার মজা অনুভব হয়। যে ব্যক্তি  
মহব্বত-জগতের কিছুটাও সংস্পর্শ পাইয়াছে সে ইহা বুঝিতে পারে। এই  
হিসাবে অর্থ হইল, আল্লাহর নাম এমনভাবে স্বাদ করিয়া লও যেন মজা  
আসিয়া পড়ে। আমি আমার অনেক বুয়ুর্গকে বহবার দেখিয়াছি, আওয়াজ  
করিয়া যিকির করিতে করিতে তাঁহাদের জিহ্বা এমনভাবে ভিজিয়া যাইত  
যে পাশে বসা লোকও তাহা অনুভব করিতে পারিত। মুখ পানিতে এরূপ  
ভরিয়া যাইত, যাহা সকলেই বুঝিতে পারিত। কিন্তু এই অবস্থা তখনই  
হইতে পারে যখন অন্তরে মহব্বতের স্বাদ থাকে এবং জবান বেশী বেশী  
যিকিরে অভ্যস্ত হইয়া যায়। এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর সহিত  
মহব্বতের আলামত হইল তাহার যিকিরকে মহব্বত করা আর আল্লাহর  
সহিত বিদ্বেষের আলামত হইল তাঁহার যিকিরের সহিত বিদ্বেষ রাখা।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, যাহাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকির দ্বারা তাজা থাকে তাহারা হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(۳) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاها عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُها فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْشَاقِ الذَّهَبِ وَالتَّوْبَةِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَأْكُلُوا عَدُوَّكُمْ فَتَقُومَ أَعْنَاقُكُمْ وَيَضْرِبُا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرَ اللَّهُ.

(اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه وابن ابى الدنيا والحاكم وصححه والبيهقي  
 كذا في الدرر الحصين قلت قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه  
 واقره عليه الذهبي رقمه في الجامع الصغير بالصحة واخرجه احمد  
 عن معاذ بن جبل كذا في الدرر فيه يضاً برواية احمد والترمذي والبيهقي  
 عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ سُبُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْوَبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةٍ  
 عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ كَثِيرًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ  
 الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ سِنْفُهُ فِي الْكُفَّارِ وَالشَّرِّكِينَ حَتَّى يَنْكُرَ  
 وَيَعْتَزِبَ دَمَا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً

৩ একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস বলিয়া দিব না যাহা সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট সবচাইতে পবিত্র, তোমাদের মর্তবাকে অনেক বেশী বুলন্দকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রূপা খরচ করা হইতেও বেশী দামী এবং জেহাদের ময়দানে তোমরা দুশমনকে কতল কর আর দুশমন তোমাদেরকে কতল করে ইহা হইতেও বেশী উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, উহা হ'ল আল্লাহর যিকির।

(দুররে মানসুর, হিসনে হাসীন : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, আহমদ)  
ফায়দা : ইহা সাধারণ অবস্থা ও সব সময়ের জন্য বলা হইয়াছে।